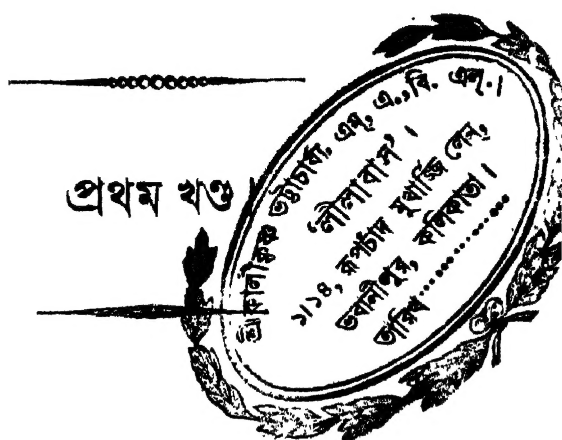
বিলাপ-মালা।

প্রথম খণ্ড।

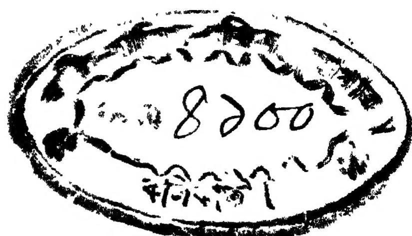


শ্রীশ্রীগোবিন্দ চৌধুরী কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১০৭, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,—কর-প্রেসে,
শ্রীযদুনাথ মণ্ডলদ্বারা মুদ্রিত।

ইং ১৮৭৮। ক্রম।



বিলাপ-মালা।



এই কি আমার প্রেয়সী রতন?

১

এই কি আমার প্রেয়সী রতন,
কুসুমমোহিনী চারুতা মাখা।
হৃদয় বিলাস সরস যৌবন,
নব কুচ চারু বঙ্কিম রেখা॥

২

তড়িত স্ফুরিত নধর অধর,
প্রেম বিস্ফারিত যুগল আঁখি।
বিকচ গোলাপ সরম আধার,
মোহিত মন্মথ দিয়েছে রাখি॥

৩

ক্ষীণ কটি চারু ত্রিদিব মানস,
মাধুরি গঠিত নিতম্ব থর।
লাবণ্য পূর্ণিত পূর্ণ নবরস,
স্থাপিত অনঙ্গ কুসুমাস্তর॥

৪

নিটোল জোয়ারে উছলিয়ে চলে,
উঠিত প্রণয় হিল্লোলচয়।
নাচিত সোহাগে চঞ্চল মৃণালে,
উথলিত মধু ভুবনময়॥

৫

নিদাঘ বিশুষ্ক লতিকা সমান,
কোথায় গিয়েছে সে শোভা এবে।
ফুল্ল কলিকায় কীট নিকেতন,
সকলি নশ্বর হায়, এ ভবে॥

৬

আসে কত ঋতু চারু সাজ পরি,
আবার যেন রে লুকায় কোথা।
দেখায় কুহুক নানা বেশ ধরি,
অবশেষে সুধু হৃদয়ে ব্যথা॥

৭

বাসন্তীয় নব রসাল মুকুলে,
বিতরে অতুল সুবাস ক্ষণ।
পুরিয়ে অমিয়, তরুতনু কোলে,
আকুলে অবোধ অলির প্রাণ॥

৮

কামিনী, মতিয়া, নব প্রস্ফুটিত,
বিধুমুখে হাঁসি বিধুর করে।
কোথা প্রেমদল কেন নিমীলিত,
নিশি অবসানে সে সুধাধারে॥

৯

দিন দুই বই থাকে না সুবাস,
ভুলাইতে প্রিয় প্রণয়ী মন।
যথা বিমানেতে বিজলি বিকাশ,
লুকায় তাহায় স্বরূপ পুনঃ॥

১০

মোহিনী যৌবন আলোকে আঁধার,
ক্ষণেক তিমির অম্বর গায়।
আবেশ বাসনা পূরিত আকর,
কত নব তারা দেখায় তায়॥

১১

আজ কমনীয় কলি বিকশিত,
প্রণয় সলিল পূরিত কায়।
কেমনে জানি না হিমানী পতিত,
কোথা হতে শোভা বিনাশে হায়!

১২

যাহাই কেন না করয়ে পরশ,
মলিন হইবে দুদিন পরে।
পার্থীব জগতে যাহাতে মানস,
তুষিছে, যাইবে সব অচিরে॥

১৩

সব কি অচির নাথ! সব কি অচির?
দেখাইতে পারি করি হৃদয় বাহির।
যদি থাকে ভালবাসা, কত নব প্রেম আশা,
ফুল্ল সরোজিনী, দেখি সোহাগ মিহির—
বিতরে তেমতি বাস, নব পরিমল রস,
নহে বিদূষিত নীর, প্রেম সরসির।
লালসা মলয়যোগে ক্রমশঃ বাড়ায়
যথা নদীকুল পূর্ণ পেয়ে বরিষায়॥

১৪

ছিল ফুল, এবে নাথ ফল দেখ তায়,
প্রগাঢ় বন্ধনে আরো বেঁধেছে মায়ায়,
উড়ু উড়ু ছিল মন, পার কি পারি এখন,
ছিঁড়িতে প্রণয় গ্রন্থি নাহি ছেঁড়া যায়।

১

কেনই প্রণয় হয়।

যদ্যপি আবার তায়, বিরহ তরঙ্গ বয়, .
ভাসায় দুঃখের শ্রোতে বিশুষ্ক জীবন,
অনন্ত লহরী নীরে করিয়ে মগন।

২

পূত প্রেম প্রবাহিনী,
বহিত আনন্দ মনে, বিমল অমৃত সনে,
অকালে সুখায় হায়! ভীম হুতাসন—
সুখদ প্রণয় করি বিষাদ সদন।

৩

নব ভানু বিলাসিনী,
স্বচ্ছ নীর দরপণে, হোতে তুলি সযতনে,
দেখি শুধু কণ্টকিত হৃদয় মৃণালে,
রয়েছে ঢালিয়ে অঙ্গ সোহাগ সলিলে।

৪

আবার উদয় মনে,
হোলো প্রেম প্রতিমায়, নব স্ফুট কলিকায়,
লাজ মাখা পরিমল ঝরিছে কেবল,
নহে পূর্ণ বিকসিত চারু উরুতল।

৫

বিলাস মন্থর গতি,
পূর্ণতা এখন নয়, সরল মধুর ময়,
হাঁসিছে কাঁদিছে কভু কোমল পরাণ ;
চঞ্চল কিশোর কাল হলো অবসান।

৬

খেলিতাম দুই জনে—
প্রখর ভাস্কর কর, যবে অতি খরতর
হইত, বসিয়া হর্ম্ম্যে বিমুগ্ধ জীবনে,
হাঁসিতে কখন তুমি সহাস্য বদনে।

৭

খেলার আমোদে ভুলি—
পড়িত বসন খসি, অপার্থীব সুখরাশি—
দেখিতাম অনাবৃত বাল শশধর,
এক দৃষ্টে অনিমেষ প্রণয় আকর।

৮

বঙ্কিম নয়নে চাহি—
হেরি অভাগায় প্রাণ, করি সুখ অবসান,
আবরিতে ফুলকলি ঝাপিয়ে বসন।
সনত্র বদনে নব প্রেম বিস্ফুরণ॥

৯

যখন যাইতে চলি—
লাজমাখা তনুখানি, চির আদরের খনি,
নয়নে নয়নে মম হোলে সম্মিলন,
বিনোদ অধরে ঊষা ত্রিদিব মোহন—

১০

হইত যেন বিকাশ।
সিহরিত কলেবর, প্রণয়ের সমাচার,
তড়িতের বেগে বহি মানস ভিতরে,
নাচাইত হৃদি মন মুহুর্ত্তেক তরে।

১১

যাইতাম যবে আমি—
হেরি সুখ উচ্ছ্বাসিত, সংসারের কায যত
পরিহরি নিকটেতে রহিতে বসিয়ে,
হৃদয়ে বিলীন করি পবিত্র প্রণয়ে॥

১২

আদরে কখন তুমি—
লতে পরিমান মম, নন্দন কানন সম,—
হতো ক্ষণ অনুভব মরুত ভূবন,
হৃদয় বাসনা সহ হ'য়ে পরশন।

১৩

পড়িতাম কাব্য কভু—
সাদরে পারশে বসি, সলাজ দামিনীরাশি,
ক্ষীণ তনু বাঁকাইয়ে জীবনতোষিণী,
সন্নিবেশ করি মন শুনিতে কামিনী।

১৪

অস্ফুট সন্ধ্যায় পুনঃ—
হেরি চারু নীলাম্বরে, সু-রক্তিম রবিকরে,
করিতাম তোমা ত্যজি যখন গমন,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি করি বিলোকন—

১৫

কত ভাব হতো হায়!
এখন হইলে মনে, কাঁদে প্রাণ বরাননে,
সুখ সাধ ফুরায়েছে এই জগতের,
অজস্র নয়ন বারি বর্ষে নিরন্তর

১৬

ধৌত তাহে নাহি হয়—
সেই তব ভালবাসা, নাহি ছাড়ে বৃথা আশা,
অঙ্কিত হয়েছে ইহ জনমের মত,
সলিলে চিহ্নিত হলে অবশ্য মুছিত ।

১৭

হেরিয়াছি কোন দিন—
ললিত বরাঙ্গলীলা, প্রমোদ সরসে খেলা,—
সরোবর মাঝে যবে জীবন সঙ্গিণী,
শান্ত স্বর্ণকান্তি আভা আনন্দ দায়িনী।

১৮

রজত বরণ নীরে—
ফুটিতে চারু নলিনী, নবরস প্রদায়িনী,
উঠিত লহরী তায় কত অগণন,
হায় রে, আমার মনে হইত তেমন।

১৯

শুনিয়ে অমিয় কথা—
হৃদয়ের যন্ত্রচয়ে, উল্লাসে মগন হয়ে,
নীরবে বাজিত, সদা সুখের সঙ্গীত,
ঢালিয়ে সুধার স্রোত করিয়ে মোহিত।

২০

ভাল বাসিতাম কত—
নহে পাপ বাসনায়, বিদূষিত তাহা হায়,
অথচ যে কেন ? ভাল বেসেছি তোমায়,
ভালবাসা পাব বলে, জান সমুদয়।

২১

কে জানিত ভবিষ্যত ?
অজানিত চিরকাল, পূর্ণ সুধা পরিমল,
দেখাত কল্পনা নেত্রে সতত আশায়,
জানিলে বিষাদ কেন হবে পুনরায়।

২২

ওরে পল্লি ! নিন্দুকের দল
ঢালিয়ে বিষ দুঃসহ, ছিঁড়িলি সে সরোরুহ,
মর্ম্ম পরিগ্রহ নাহি করিয়ে তাহায়,
ফেলিলি কলঙ্ক-নীরে চির অভাগায়।

দুঃখিনী মহিলা।

১

এ মানস নির্ম্মল আকাশ—
কোন খানে মেঘ লেশ, ছিল না যাতনা ক্লেশ
শুক্ল প্রতিপদ—সখা কুমুদ—বিলাস,
উজ্জ্বল তারকাদামে আছিল প্রকাশ,
ভাবি সুখের বিকাশ।

২

করিতে জীবন অভিনয়,
সংসারের রঙ্গভূমে, উপনীত করি ক্রমে,
অভাগা জনক মম এই দুখিনীরে,
দুরাশার প্রলোভনে প্রমোদ অন্তরে,
দেন দয়াহীন করে।

৩

যদি কোন দরিদ্র যুবক,
পরিণয় প্রেমহারে, বাঁধিত এ অভাগীরে,
ভাষাতে হোত না, সদা বিষাদ সাগরে—
পরিশুষ্ক কমকলী হৃদয় কন্দরে—
অনিবার আঁখিনীরে।

৪

কেমনে বল হে প্রাণাধার,
সেই তব ভালবাসা, সেই নব প্রেম আশা,
বাসনা-প্রসূন কত প্রফুল্ল বিরলে ;—
নব ভাবে শ্লথ মন প্রণয় উথলে,
যথা রসাল মুকুলে।

৫

হেন কালে কেন নিরদয়,
অতল বিস্মৃতি জলে, অভাগীরে তেয়াগিলে,
কি মনে কি ভাবি নাথ, নব প্রেম যত ;
নিরেট পাষাণ দিয়ে হৃদয় গঠিত,
নহে দুঃখেতে দ্রবিত।

৬

নহে স্ফুট কুসুম-কোরক,
কেবল আদর কোরে, মন্মথ ফুটাতে ধিরে—
ভাঙ্গিল সুখের স্বপ্ন বিষাদ অনিলে,
পুড়িল মানস চির বাড়ব অনলে,
প্রেম শুখাল অকালে।

৭

একাকিনী হোয়ে বিকসিত
কোথা সহৃদয় অলি, হায় দুঃখ কারে বলি,
আকুল করিয়ে চিত, দল নিমীলিত,
লতাও বা বুঝি কবে হবে উন্মূলীত,
প্রাণ যাইবে ত্বরিত।

৮

অস্ফুট প্রণয় স্বরে মন,
কেন করি অপহৃত, জন্মতরে নির্ব্বাসিত,
নাহি এক বিন্দুবারি বধিবে জীবন,
সামান্য কুসুম কেন রোপিলে উদ্যানে,
যদি ছিল ইহা মনে।

৯

নাহি কি এ কুসুমেতে নাথ !
সুধারস প্রপূরিত, কোমলতা সুবাসিত,
নিবারিয়ে তৃষা সদা তুষিতে তোমায় ?
তবে কেন প্রাণনাথ নিদাঘ জ্বালায়,
দহ প্রেম প্রতিমায়।

১০

চারু হাঁসি ভুবনমোহিনী ;
নাহিক অধরে আর, গলিত নয়নাসার,
নধর বাঁধুলি আভা বসন্ত সঞ্চার,
সরস যৌবন প্রেম পিযূষ আধার—
মাখা নীলিমা চিন্তার।

১১

কে বলে সুখদ পরিণয়,
অভাগী অদৃষ্ট ফলে, পূরিত সুধু গরলে,
শতেক ভুজঙ্গ আসি দংশিছে হৃদয়,
পরিণাম বিবেচনা নাহি করি, হয়
পরিণয়ে দুঃখোদয়।

১২

জানিতাম আগে কি হে নাথ,
অধিনীরে জলাশায়, এনে মৃগ তৃষিকায়,
উড়াইয়ে বালীবৃন্দ দিগন্ত ব্যাপিয়ে,
মারিবে মরমে চারি ধার আঁধারিয়ে,
সদা হতাশ প্রণয়ে।

১৩

তাহা হলে দগ্ধ হৃদি পটে,
লইতাম তুলি প্রিয়! প্রশান্ত স্নিগ্ধ অমিয়,
সেই চারু মূর্ত্তি তব স্নেহের সলিলে,
শীতলিতে হৃদি, যথা আকাশ মণ্ডলে—
ভানু চন্দ্রিকা শীতলে।
হায় বিদায়ের কালে।

১৪

চিরদুঃখি মম পিতা মাতা,
সাংসারিক কাজে নাথ! সতত থাকি বিব্রত,
তথাকার কোন, নাথ! সামান্য কাহিনী,
কেহ যদি কয়, শুনি নীরবে অমনি,
উঠে সুখ প্রবাহিনী।

১৫

যথা পতিহারা কুরঙ্গিনী
একদৃষ্টে অনিমিষে, নব প্রণয় আবেশে,
নিবারিয়ে শ্বাসবায়ু নিবারি গমনে—
কে যেন পিযূষরাশি ঢালিছে সঘনে,
রহি চাহি এক মনে।

১৬

এই রূপে শুনি নিরজনে,
কার সাথে দেখা হোলে, যাই অন্য কাজ ছলে,
কোথা হোতে জানি না যে পূরে আঁখি জলে
সলাজে তাহায় মুছি নিবারি অঞ্চলে,
পাছে কেহ কিছু বলে।

১৭

সমান বয়সিদের সহ,
নাহি বসি এক স্থানে, তব নিন্দা শুনি কানে—
পরিশুষ্ক পরিক্লান্ত দুর্ব্বল প্রণয়,
ভাষা'বে আরো দুঃখ তরঙ্গনিচয়,
করি উৎক্ষিপ্ত হৃদয়।

১৮

সেই মম বিমল হৃদয়,
নব পরিণয় কালে, ফুল্ল সতীত্ব মৃণালে—
হব হব প্রস্ফুটিত, সলজ্জ কলিকা,
মোহিলা, মোহন স্বরে অবোধ বালিকা,
এবে আমূল ছুরিকা—

১৯

মার দিয়ে অশেষ যন্ত্রণা।
যদি এ অধীন দাসী, কোন দোষে হয় দোষী
অনুতাপানলে দগ্ধ করি চির দুখে,
কাজ নাই প্রাণনাথ, বসাও, তা বুকে
ক্ষণ নাহি কাজ রেখে।

——o0o——

উচ্ছ্বাস।

১

বিনোদ কানন মাঝে প্রফুল্ল বদনে,
মুঞ্জরিত কুসুমকামিনী।
ছড়ায়ে পীযূষমালা জগত জীবনে,
কল্পনার সুদূরসঙ্গিণী॥

২

অনন্ত সলিলে পূর্ণ প্রেম পারাবার,
তথাপি সতত তৃষ্ণাতুর।
তাহার পিপাসা আশা সম অনিবার,
সেই তৃষ্ণা মরি কি মধুর॥

৩

অস্ফুট প্রণয় লাজে বঙ্কিম নয়ন,
হৃদয়ের ভালবাসা আশা।
সকলি প্রণয় লাজে মাখা সর্ব্বক্ষণ,
নিরবেতে তৃষিত পিপাসা॥

৪

নিরবে হৃদয়-যন্ত্রে হৃদয়বাসিনী,
করিতে যে দৃষ্টি-সুধাদান।
উচ্ছ্বাসি প্রণয় স্বরে দিবস যামিনী,
আশার আশয়ে মুগ্ধ প্রাণ॥

৩

৫

শীতলিতে দগ্ধ হৃদি করিনু শীতল,
প্রেমানন্দে নিরখি নয়নে।
কি বলিব কি ভেবেছি জান ত সকল,
তবু হায় বলি নাই কেনে॥

৬

কি দিব উত্তর তার আর কি উত্তর,
এখন সে সময় কোথায়।
নিরাস-অনলে মাত্র বিদগ্ধ অন্তর,
চিহ্ন আর নাহি কিছু হায়॥

৭

মনের হরষে কেন বসিয়ে নির্জ্জনে,
দুজনায় ছিলাম সেদিন।
ভবিষ্যত চিন্তা ভুলি মুগ্ধ আলাপনে,
চির-সুখ হইল বিলীন॥

৮

সুরূপ সৌন্দর্য্যময়ী প্রেমের প্রতিমা,
ক্ষুদ্র প্রেম-সরে সরোজিনী।
কেন হলো পারাবার ঢাকিল রে অমা
নিশা-হৃদে আভা কীরিটিনী॥

৯

আজ মরুভূমি প্রায় সেই সরোবর,
উড়িতেছে বালুরাশি কত।
আঁধারে পিপাশা দাহে দহি নিরন্তর,
কোন্ পথে ভ্রমি নানামত ॥

১০

যাই পাই আছে কিছু বুঝিতে না পারি,
কাঁদিতেছি কেবল হুতাশে।
মোরে বেঁচে হেঁসে সোহে পুন বুঝি মরি ;
তবু রব জীবন-আশ্বাসে ॥

১১

অন্ধকারে হাতে পেয়ে কৃপণের ধন,
সিহরিত সর্ব্ব কলেবর।
ধমনী আস্ফালে তবু ফোটেনি বচন ;
অব্যক্ত সুখদ মনোহর ॥

১২

সেই এক দিন আর পরিমাণ ল'তে,
দুই দিন দুইটি রতন।
স্মৃতি অস্ত্রে চির তরে চিত্রিয়াছি চিতে ;
তম দীপ্তি জীবনে জীবন ॥

১৩

নৈশ নীলাম্বরে তারা অয়স্কান্ত মণি,
মরীচিকা স্বাদুনির ধারা।
লাজ মাখা পরিমল নব রস খনি;
শান্তি পদ আশা তৃষা হরা॥

১৪

গাইয়ে দুঃখের গীত নাহি কাজ প্রাণ,
মনে রেখো এই অভাগায়।
এ জনমে হইয়াছে সুখ অবসান;
প্রিয়তমে দেও লো বিদায়॥

——০০——

বালিকা হাঁসি।

১

কোমল সরস চারু প্রভাতিয় প্রসূণে।
নব শোভা সুললিত,
নব হাঁসি প্রস্ফুটিত,
রোয়েছে আবরি তনু লাজ মাখা বদনে॥
খোলে রূপ মনোহর,
উছলি লাবণ্য থর;
বিতরি সুবাস ভার অনীলের মিলনে।
কোমল সরস চারু প্রভাতিয় প্রসূণে॥

২

অনন্ত অমৃতময়ী নিশিথিনী সুন্দরী।
নীরদ আড়ালে হাঁসি,
চারুকান্তি পরকাশি ;
নবীন যৌবনে শোভা আরো বাড়ে মাধুরী।
শান্ত-রশ্মি দরশন,
বিরহে দহে জীবন ;
জানাইতে হাব ভাব প্রণয়ের চাতুরী।
অনন্ত অমৃতময়ী নিশিথিনী সুন্দরী॥

৩

পূর্ণ দল বিকসিত কিম্বা অতি মুকুলে।
ঝরে কি সুধা বিমল,
লাজ মাখা পরিমল ;
অতি স্ফুট কলিকায় কোথা মধু উথলে।
প্রেম-শূন্য অম্বুরাশি,
লবণাক্ত ফুল বাসি;
সুধা-হীন মুখচন্দ্র সুধা-রাহু কবলে।
পূর্ণ দল বিকসিত কিম্বা অতি মুকুলে॥

৪

চঞ্চল চপলা সম হাঁসি কান্না রয় না।
এই মানে মেঘ আসি,
আবরিল মুখশশী,
বহিছে নিশ্বাস বায়ু এই অতি বিমনা।
এই প্রেমবৃষ্টি পুনঃ,
ভিজাতে বিশুষ্ক মন ;
প্রকাশিত সৌদামিনী আবার দেখায় না।
চঞ্চল চপলা সম হাঁসি কান্না রয় না॥

৫

বরষার সম্মিলনে প্রেম-নীর বাড়িছে।
নিটোল জোয়ারে বয়,
শিকতা বেলায় লয় ;
মোহিনী আবর্ত্ত তায় ক্ষণে কত উঠিছে।
ছোট চারু ঢেউগুলি,
আবেশে পড়িছে হেলি ;
নিশ্বাস মলয় বয় কুমুদিনী নাচিছে।
বরষার সম্মিলনে প্রেম-নীর বাড়িছে॥

৬

দেখিতে দেখিতে পুন বর্ষাগত হইল।
নাহি সে প্রেম প্লাবন,
ভাসে কিসে ক্ষুদ্র মন;
তৃণ সম প্রেমনীরে যাঁহা পূর্ব্বে ভাসিল॥
ছিল আশা ভর করে,
সহি কত ডুবি নীরে;
ভুবনমোহিনী হাঁসি অধরেতে লুকাল।
দেখিতে দেখিতে পুন বর্ষাগত হইল॥

৭

মৃত সঞ্জিবনী ওই চারু হাঁসি হেরিয়ে।
বিষম নিদাঘ দায়,
রহিয়াছি সে আশায়;
হোক্ শুষ্ক আসারেতে পুন যাবে ভাসিয়ে॥
আবেশে পূরিত ঢল,
আবার পূরিবে জল;
সেই তৃষা সেই আশা তুষিবেরে আসিয়ে।
মৃত সঞ্জিবনী ওই চারু হাঁসি হেরিয়ে॥

৮

তেমতি মরাল প্রেম সরোজিনী সমীপে।
রহিবে সমান ভাবে,
সতেছে আবার পাবে ;
প্রকাশিয়ে মনোদুঃখ কিবা ফল বিলাপে॥
আবার সে হাঁসি পুনঃ,
মোহিবে দগ্ধ জীবন ;
নাহি কায কল্পনায় দুঃখ-গীত আলাপে।
থাকিব আশায় প্রেম সরোজিনী সমীপে॥

প্রিয়তমার প্রতি।

১

প্রিয়তমে !
যত আশা সুখ সাধ ফুরায়েছে অকালে।
কাঁদিলে নিজেও প্রাণ অভাগারে কাঁদালে॥
কি ভাবি কঠিন প্রাণে,
নাহি চাও মম পানে ;
বিগত প্রণয় সখি ! কেমনেতে ভুলিলে ?।
এ জনমে একেবারে ত্যজিলে॥

২

প্রাণময়ী !
শুনিয়াছিলাম কভু ভালবাসা যায় না।
অদৃষ্টের গুণে মম তাও স্থির রয় না॥
এখন প্রত্যক্ষ্য দেখি, তব প্রেম শশীমুখি,
কোথায় গিয়েছে চোলে কিন্তু মোরে ছাড়ে না।
কিছুতে নাহিক সুখ বাসনা॥

৩

সু-সৌরভে কত ফুল ফুটে আছে উদ্যানে।
প্রগাঢ় প্রণয় মধু বিতরিতে যতনে॥
নব শোভা প্রস্ফুটিত, কেহ পূর্ণ বিকসিত,
শুকায়ে যেতেছে পুন স্নেহ-নীর বিহনে।
নলিনী কি ফুটে থাকে পাষাণে॥

৪

যদিও কামিনী-পাঁপড়ি ক্রমে ঝোরে যেতেছে।
তেমতি নবীন রসে অলি মেতে রয়েছে॥
অনীলের তাড়নায়, ছিন্নপক্ষ তবু হায়,
সোয়েছে অশেষ জ্বালা আরো দেখ সোতেছে।
মন অনুরাগ ক্রমে বাড়িছে॥

৫

এই ত চলিল ভানু অস্তাচল শিখরে।
প্রকৃতির চারু দীপ্তি লুপ্ত কোরে আঁধারে॥
পূরব গগণে মরি, নব-রূপ সাজ পরি,
যামিনী-ভুষণ ইন্দু বিনাশিল তিমীরে।
লুকালো না অন্ধকার অন্তরে।

৬

প্রাণময়ী!

তুমি ভিন্ন মম হৃদি কিসে আলো হইবে।
আছে ত অনেক তারা নাহি তাহে যাইবে॥
খদ্যোত তারায় যদি, আলো হোতো এই হৃদি,
তবে কেন এ অভাগা শুধাকরে চাহিবে।
সদা সেই প্রেম আশে রহিবে॥

৭

ঘন অঙ্কে হেম প্রভা আছে চারু ললনা।
চকিত তাহার প্রেম ক্ষণমাত্র রয় না॥
স্থ-রূপ-সৌন্দর্য্য সার, জন্মায় মনোবিকার,
তাহার সমান প্রিয়ে তুমি কভু হৈও না।
অধীনেরে আর দুঃখ দিও না॥

৮
আশা-ইন্দ্র-ধনু, আর কতদিন দেখিব।
সু-শীতল বারি আশে কত কাল রহিব॥
কর নীর বরিষণ, জুড়াক তৃষিত প্রাণ,
জীবনে কি মরে প্রাণ! চিরতরে থাকিব।
এইরূপে বল কত সহিব॥

৯
কত ঋতু হোয়ে গত এই গ্রীষ্ম আইল।
প্রখর রবির তাপে দগ্ধে দগ্ধ করিল॥
আন্‌চান্ করে মন, নাহি স্বাস্থ্য অনুক্ষণ,
হৃদি-তাপে ভানু-তাপে উষ্ম বায়ু বহিল।
কোন্ পাপে হেন হায় ঘটিল॥

১০
সেই রবি সেই বায়ু দুঃখময় হোয়েছে।
কাল-চক্রে সুখ দুঃখ কোথা যেন মিসিছে॥
কিন্তু তব অদর্শনে, বিরহের হুতাশনে,
জ্বালায়ে এ পোড়া প্রাণ কেন নাহি নিভিছে।
সকলই বিপরিত হোতেছে॥

১১
সাগর-সঙ্গম সনে প্রেম-নদী মিসিলে।
নব ভাবে নব-রসে উঠেছিল উথলে॥
কত বাধা অতিক্রমি, লভ লভিয়াছি আমি,
কি বাধায় কি ভাবিয়ে একেবারে সুখালে।
সামান্য নিন্দায় ভয় করিলে॥

১২

অধম নিন্দুক দলে আমি ভয় করি না।
এ কি জ্বালা হায় দেখি তথাপি যে ছাড়ে না॥
বলুক যা মনে থাক্, ছারে অধঃপাতে যাক্,
নাহি দেখি নাহি পাই ছাড়িব না বাসনা।
রহিব হৃদয়ে পূরি কামনা॥

শেষেতে হইল হায় এই পরিণাম।

১

শেষেতে হইল হায় এই পরিণাম।
হৃদয় আকাশ গায়,
নব শশী প্রতিভায়;
প্রতিভাত নব রস সুধার আকর।
অগণিত আশা-তারা কত মনোহর॥

২

আশায় প্রণয় চাঁদে ঘন মাখামাখি।
কে প্রণয় কেবা আশা,
কোন্‌টি বা ভালবাসা;
জানি নাই সঙ্গাহীন বিমুগ্ধ জীবনে।
নাহি ছিল বিবেচনা মনের নয়নে॥

৩

সতত করিত সাধ কি যেন হেরিতে।
ভাবিতাম কি বা যেন,
ধারণা ছিলনা কোন;
কেন উপজিল কিবা, অঙ্কুর কোথায়।
সলাজে নমিতা লতা তুষিতে সদায়॥

৪

প্রস্ফুটিত অন্তরালে চারু ফুল কলি।
তুলিতে ব্যাকুল মন,
মনে মনে নিবারণ;
হোয়ে রই চাহি তায় লতাও তেমতি।
মোহিত সমীর স্পর্শে বদ্ধ মনোগতি॥

৫

কি যেন বলিব ভাবি না বলিতে পারি।
আটকে কে মুখ আসি,
বিহ্বল মলিন হাঁসি;
কই শুনি নাচে হৃদি নাচয়ে ধমনী।
কিবা ভাব ভয়ে মুগ্ধ আবার অমনি॥

৬

বলিব নিশ্চয় করি সেও কিবা যেন।
বলিব বলিব করে,
নাহি পারি নাহি পারে;
উভয়েরি কণ্ঠরোধ যেন পুন হয়।
ব্যগ্র ইচ্ছা মনে তবু প্রকাশিত নয়॥

৭

অজ্ঞাতে হৃদয়ে কিবা নব মুকুলিত।
মধুর সৌরভে প্রাণ,
প্রপূরিত মাত্র ঘ্রাণ;
তাহাও পূর্ণতা প্রাপ্ত নহেক তেমন।
কি বাসনা যেন মনে করে উদ্দীপন॥

৮

সেই বাসনার শ্রোত ক্রমে প্রবাহিত।
হইতে লাগিল বেগে,
রাখি লাজ বাধা আগে;
পার্থিব জগতে জত আছয়ে মধুর।
বহিল মানসে সুধা সলিল প্রচুর॥

৯

বিকসিত তায় চারু নবীনা নলিনী।
হাঁসি হাঁসি ঢল ঢল,
কভু বা দুঃখ সজল;
সরলা মোহিনী-মূর্ত্তি জাগ্রতে নিদ্রায়।
কোয়েছি কোয়েছে কত নীরব ভাষায়॥

১০

নন্দন সৌরভ ভারে অমর সঙ্গীত।
কপোত কপোতি বনে,
বসিয়ে তরু নির্জ্জনে;
কত কয় শুনি সুখে মুখে মুখ দিয়ে।
নাহিক নিবৃত্তি কভু অনন্ত হৃদয়ে॥

১১

অনন্ত চঞ্চল চাহি, চায় মম পানে।
আবার চাহিয়ে থাকি,
নীরব সতৃষ্ণ আঁখি;
নীরবে অস্ফুট হাঁসি অধরে অধরে।
প্রকাশিয়ে পুনরায় মিসায় অন্তরে॥

১২

জীবন-কাননে নব বসন্ত সঞ্চার।
শশাঙ্ক কিরণ ভাতি,
সলজ্জ কামিনী মাতি;
উঠিত অজ্ঞাতে হৃদে উথলিয়ে মধু।
লো! যামিনী জানিস্ ত জান সবি বিধু॥

১৩

তব হাঁসি-মাথা অঙ্কে রাখিয়ে হৃদয়।
কতবার হেরিয়াছি,
কত কথা ভাবিয়াছি;
এবে মরুভূমি মাঝে দু-পারে দুজন।
কোথা আমি কোথা সেই কোথা সে জীবন॥

১৪

অতল সাগর জলে অয়স্কান্ত মণি।
হীন দূর দর্শিতায়,
কেমনে পড়িল হায়;
কি করি তুলিয়ে পুন পরিব গলায়।
আস্ফালে তরঙ্গ আমি একেলা বেলায়॥

১৫

চিরানন্দে প্রবাহিতা নব স্রোতস্বতী।
হাঁসি হাঁসি চলে যেতো,
ক্ষণ কত বাধা পেতো;
জীবন-তোষিণী সুধা স্বাদু সুবিমল।
বাঞ্ছিত পয়োধি হলো বিস্বাদু কেবল॥

১৬

তরঙ্গ দেখিয়ে কত ভয় হয় মনে।
নাহি কুল দেখা যায়,
পোড়ে এই বালুকায়;
ওষ্ঠাগত প্রাণ হায় সদা তৃষ্ণাতুর।
কোথায় রে আর সেই পীযূষ মধুর॥

১৭

নিরমল ভালবাসা কেন জানিলাম।
সুধাকর চারুতায়,
কেমনে কলঙ্ক হায়;
রাহু গ্রাসে ঢাকে মেঘ কেন দেখিলাম।
শেষেতে ঘটিল যদি এই পরিণাম॥

১৮

ভুবন-মোহিনী রত্ন কেন লভিলাম।
বিদগ্ধ জীবন মন,
মম জীবনের ধন;
ভুজঙ্গ মস্তক-মণি, কেন পাইলাম।
তাতেই বিষাদ হায় এই পরিণাম॥

১৯

গরজিছে মম পানে চাহি বারবার।
দংশিবে কি করি কিসে,
জ্বালাইবে কিসে বিষে;
চিন্তিছে সুযোগ তার নাহি ভাবিলাম।
দুরাদৃষ্ট ক্রমে শেষে এই পরিণাম॥

২০

তাতেও নাহিক খেদ ওলো প্রিয়তমে!
অবিচল প্রেম প্রিয়ে,
দেখাই চিরিয়ে হিয়ে;
যেন রহে সেই ভাব এই মনস্কাম।
না ভাবি বিষাদ দুঃখে এই পরিণাম॥

২১

হোক্ দগ্ধ এ হৃদয় কিছু দুঃখ নাই।
তুমি থাকিলেই সুখি,
আমি সুখি শশীমুখি ;
প্রেমের প্রতিমা আর নাহি হেরিলাম।
সেই দিন ভিন্ন যাহে এই পরিণাম॥

আক্ষেপ।

১

ঢাকা ঘোর ঘন জালে এক ধার,
অচঞ্চল ভাবে স্থির অন্ধকার,
বহিতেছে বায়ু কিন্তু নাহি তার ;
সাধ্য সে তিমীরে উড়াতে।

২

অন্য দিকে শশী শোভিছে গগণে,
মনোহর নব রূপের কিরণে,
নিজ মনে নিজ বিমান প্রাঙ্গণে ;
রয়েছে প্রমোদ সুখেতে॥

৩

ক্রমে ক্রমে মেঘ নিলীমা আকার,
প্রকাশিবে কোথা সুখতারা তার,
সুখতারা বুঝি উদিবে না আর ;
এই তম নিশা থাকিতে।

৪

যাহা হোক্ ওই গগণ-সুন্দরী,
মন্মথ-মোহিনী কল্পনা-কুমারী,
ভাবিয়ে উঠিছে বাসনা লহরী ;
কে পারে স্বভাবে রোধিতে ॥

৫

সাধ মনে মনে একবার যাই,
মনের দুরাশা মনেতে মিটাই,
কেমনে দুরাশা বলিব বা তাই ;
করতলে করতলেতে।

৬

নহে এক বর্ষ নহে এক দিন,
এই রূপে কত বর্ষ কত দিন,
এখন সকলি হয়েছে বিলীন ;
করাল কালের গতিতে ॥

৭

ধরেছ কলঙ্ক, হৃদয়ে তামসী,
চিরতরে চিত করিয়ে উদাসী,
ভালবাসা রীতি এই কি প্রেয়সী ;
কতকাল হবে সহিতে।

৮

থেকে থেকে আশা বিমান-মোহিনী,
অনন্ত তিমীর উজ্জ্বল কারিণী,
সব আলোকিয়ে পুনঃ প্রমোদিনী ;
আবার মিসায় চকিতে ॥

৯

তব সে কলঙ্ক মম এ আঁধার,
প্রকাশে উজ্বলি ভাবি একাকার,
উজ্বলে কলঙ্ক ঘনে চিন্তাভার ;
তোমার সে ভাব এ চিতে।

১০

কিছুই কিছু না ভালবাসা আর,
ভালবাসা আশা ভালবাসা সার,
আবির্ভাব স্বর্গ স্থখ সারাসার ;
নাহি দুঃখ কভু যাহাতে ॥

১১

নিরমল প্রেম অপার্থীব সুখ,
উপজিল তাহে কেন হেন দুঃখ,
ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ প্রেমনদী মুখ ;
বিশুষ্ক পর্ব্বত আঘাতে।

১২

মূল প্রস্রবিণী অবরুদ্ধ দ্বার,
কেমনে বহিবে জল ঝরনার,
আছে দাঁড়াইয়ে বিষম পাহাড় ;
সম্মুখে অবলা নাশিতে॥

১৩

বদ্ধ-প্রেম বেগ না বহি প্রবাহে,
মরমে মরমে গুমরেতে বহে,
গতি শুষ্ক বটে প্রেম শুষ্ক নহে ;
সতত অন্তর মাঝেতে।

১৪

বাহিরে পাহাড় হেরি ভয় মনে,
নাহি অন্তরালে বুঝিও পাষাণে,
প্রেমনীর বিন্দু এ ভয় কারণে ;
সদা ভয় মনে হেরিতে।

১৫

কি করি পাইব যাইয়ে তোমায়,
এড়াব কি করি এ কলঙ্ক দায়,
হারালেম কেন প্রেম প্রতিমায় ;
কি হলো না পারি বুঝিতে।

১৬

কে আসি আমারে বিষাদ করিয়ে,
চিরসুখ আশা দিল বিনাশিয়ে,
কলঙ্কের ভয়ে প্রেমে বিসর্জ্জিয়ে ;
রহিতে হইল জগতে।

বঙ্গকামিনী।

১

বিকাশ উন্মুখ বরাঙ্গ লীলা।
প্রফুল্লিত চারু পীযূষ রাশি॥
চারুস্ফিত কুচ নবেন্দু আভা।
অবিন্যস্ত কেশ নিতম্বস্পর্শী॥—

২

চারু নীলাম্বরী চম্পক বর্ণ।
বিকাশিত নিম্নে শশাঙ্ক ভাতি॥
ঘম সুশোভিনী প্রমত্ত চিত্তে।
খুলিত সুবর্ণ মেঘান্তরালে॥

৩

অধর রঞ্জিত তাম্বুল রাগে।
সদা অস্ফুরিত নিবদ্ধ হাঁসি॥
দেহ অলঙ্কার মৃদু নিনাদে।
মানস বিমুগ্ধ মোহিত মোহে॥

৪

চির সাধ বেশ বিন্যাস ত্যেজি।
কভু শূন্য মনা বৈধব্য ক্লেশে॥
সুখ প্রদীপ নির্ব্বাপিত শিখা।
কাল দুর্ণীবার ভীম অনীলে॥

৫

নিরাশ ব্যঞ্জক চঞ্চল আঁখি।
দুঃখ-নীরে পূর্ণ হৃতানু রাগে॥
সদা স্নেহ শিক্ত সলজ্জ আস্য।
উষাস্ফুট পুষ্পে নীহার বিন্দু॥

৬

বিরহে বিচ্যুতা ব্রততী সমা।
বিষাদে বিশীর্ণা পতিতা ভুমে॥
প্রিয় প্রেম পবিত্র সুধা বিনে।
দহে শিমন্তিনী পাপ নিদাঘে॥

৭

যত কুলাঙ্গার মূঢ় সমাজ
করিছে বিদগ্ধ রমণীগণে।
ছলনা বন্ধনে ক্রমে ক্লিষ্ট ধর্ম্ম,
পারিজাত নন্দন হীন ভাতি ॥

৮

ওহে সর্ব্বময় অচিন্ত নাথ
কেন সৃজ নারী বাঙ্গালি গৃহে।
জ্বলিতে অনন্ত জীবন ভরিয়ে,
হতাশ বৈধব্য নিরাশ প্রণয়ে ॥

দাম্পত্য প্রণয়।

১

জীবন কাননে দুটি প্রফুল্ল প্রসূণ।
এক বৃন্তে, হৃদে পূরি পূত পরিমলে,
বাসনা বিমল আশা উভয়ে সমান;
পরস্পর তুষিবারে সতত ব্যাকুল।

এক প্রস্রবিণী হোতে তুই প্রেম-নদী,
প্রথমে শঙ্কোচ গতি ক্রমে পরিশর,
অনঙ্গ আবেশে অঙ্গ শ্লথ নব ভাবে—
অনন্ত তৃষিত চিত অনন্ত সলীলে;
সাগর উদ্দেশে তাই করিছে গমন॥
ভালবাসা পারাবার পাইয়ে করেতে—
উথলে উচ্ছ্বাসে নীর প্রণয় প্লাবন,
ভাষায়ে বিষাদ ক্লেশ চিন্তা দুঃখ আদি;
যতই পেতেছে করে বাড়ে তত আশা।
নিরাশ কাহার নাম জানে না কখন,
সম্মুখে অনন্ত নীর প্রণয় সাগরে।
পীযূষ আধার চারু যামিনী-ভূষণ,
লইয়ে একটি তারা অমূল্য রতনে;
হেঁসে হেঁসে প্রেমাবেশে করে অভিনয়,
বিমান প্রাঙ্গণে ধরি সোহাগের করে॥
সমীরণ কুসুমের সুবাস গ্রহণে
মোহিত করিয়ে মন বহে অনুক্ষণ,
সতীত্ব সৌরভে ফুল্ল প্রেম সরোজিনী;
না রহে গোপন কভু নিরমল গুণে।
উদ্বাহ কলিকা, কালে হয়ে প্রস্ফুটিত,

হৃদয়ে বাসনা, চাহি প্রাণ-পতি মুখ—
রত আজীবন দানে প্রেম সুধারসে।
সরমে মাখান হাঁসি স্ফুরিত অধর
কামিনী কোমল কান্তি প্রেমের প্রতিমা,
চারু রূপ সৌদামিনী আবরি অম্বরে;
মন্মথ বিলাশ দেহ করিতে রক্ষিত,
অন্য পক্ষে, বিনে সেই প্রিয় প্রাণাধার॥
মানস কর্ক্শ ছল নীচ বৃত্তিচয়ে।
যাদের গঠিত কভু তাহাদের মাঝে;
নাহি উপজয়ে প্রেম সুধারস-খনি,
অনন্ত জীবনে ভালবাসা নিরমল।
পূরিতে নবীন রসে হৃদয় ভাণ্ডার—
বালু পূর্ণ মরুভূমে কখন কি বহে,
স্বাদুনীর ধারা তৃপ্তি তৃষা নিবারণে;
সহ নব সোহাগিণী নব কমলিনী,
বিমল অমৃতে মাখা সলাজ বদন।
অস্ফুট ঊষায় নব ভানুর আদরে
প্রস্ফুটিত প্রেমনীরে, অনল শিখায়,
বিষম উত্তাপ সহি কলিকা কালেতে;
অকালে শুখায় প্রাণে অমনি তখনি,

সুধা প্রবাহিনী গন্ধ কেমনে বহিবে।
মোহিতে মোহিলা মন প্রণয় আধারে
স্নেহ-নীরে করি দ্রব নিরেট পাষাণ,
যাহাতে কোনই চিহ্ন না হয় অঙ্কিত ;
তীক্ষ্ণ লৌহ অস্ত্র বিনে, কি করি তাহাতে,
কোমল কুসুমে গড়া কুসমেশু বাণ !
কুটীল দুর্ভেদ্য বক্ষ করিবে মন্থন ॥
বিফল প্রযত্ন চেষ্টা বিফল প্রয়াস
তুষিতে হৃদয় মন পবিত্র পীযূষে,
উপর সুগন্ধ বায়ে মধু প্রমোদিনী !
বাহ্যিক সৌন্দর্য্যময়ী সুচারু কুসুমে,
অন্তর মাঝারে যার দুষ্ট কীট পোরা।
স্বভাবতঃ গোলাপের যদিও কণ্টক,
দেখিতে সুদৃশ্য, সুধা বাসে অনুপম ;
কোমল চারুতা মাখা পরিপূর্ণ মধু ॥
কাঁটা দেখি যত্ন করি লইলে করেতে,
মোহিত করিবে মন নবরস দানে ;
কিন্তু সেই গোলাপের মোহিনী মাধুরী,
হেরিয়ে ব্যাকুল মনে লভিতে ত্বরায় ;
ফুটিবে কণ্টক, জ্বালা হইবে বিষম ॥

সেইরূপ কামিনীর সরস প্রণয়ে,
যদি চ বিষাদ-কাঁটা ঘেরা চারিধার ;
তৃণবত তুচ্ছ জ্ঞান করি সেই দুঃখ,
হৃদি পূরি লভিবারে নব পরিমল ;
বাড়ে আশা ক্রমে আঁরো নব নব ভাবে।
উভয় মাঝারে যদি উপজে বিষাদ,
উভয়ে সমান দুঃখী উভয় কারণ ;
প্রিয়া প্রিয় সমরূপ উভয় সমীপে !
কিছুতেই ভিন্ন ভাব নহে ক্ষণকাল,
উভয়ে উভয় চিন্তা কেবল সম্বল ॥

ভারতের দুঃখ।

১

হে জলদ কেন আজ হইলে উদয়
নিবীড় তমিশ্রা মাখি দুঃখিনী ভারতে ॥
চিরতম অন্ধকারে,
মনান্তরে মতান্তরে,
সয়েছি অশেষ দুঃখ না পারি সহিতে ॥

২

ভীষণ দুর্ব্বার বেগে কত শ্রোতস্বতী
হইয়াছে প্রবাহিত হোতেছে এখন।
উরস বিদীর্ণ করি,
বিষাদ লহরী পুরি,
মস্তকে হিমাদ্রী ভার দাসত্ব জীবন ॥

৩

নাহি আর সুখসাধ গিয়েছে মিটিয়ে।
জীবনে জীবনি শক্তি নহে বহমান ॥
এবে কাপুরুষ যত,
নারী হয়ে নারী রত,
কি ভাবিছে কি করিছে নাহি অপমান।

৪

কম্পিত কি ভয়ে যেন সতত মানস।
তোষামোদ অশ্রুজল বীর্য্যে পরিণত ॥
নাহি সে ঐশ্বর্য্য খনি,
সতত দুর্ভিক্ষ্য ধ্বনি,
পদে পদে ম্লেচ্ছপদ আঘাতে দলিত।

৫

সুন্দর স্মরণ কোথা সেই আর্য্যজাতি,
যাহাদের পাঞ্চজন্য পৃথিবী ত্রাসিত,
অকালে বিলীন হায়,
অমানুষি কার্য্যচয়,
অমর অক্ষরে সব রয়েছে চিত্রিত।

৬

দেখিয়ে কি ফল তাহা বাজিবে হৃদয়ে,
বরং জন্মান্ধ হওয়া সৌভাগ্য দর্শন,
মনের সকল আশা,
কেবল জীবন নাশা,
হেরি ভয়ে ভাবি সুখ—সকলি স্বপন।

৭

এততেও মনক্ষেত্রে রয়েছে উর্ব্বরা,
চিন্তিছি কিরূপে তাহা হইবে বিনাশ,
গিয়েছে সে বীর্য্যবল,
কেবল জ্ঞানকৌশল,
হরিলে তাহায় রবে চিরাপদে দাস।

৮

উন্নতি-কুসুম কভু শূন্যে মুকুলিত,
কাল্পনিক দুরাশায় সুফল ফলিয়ে,
কে যেন কোথায় হ'তে,
বিষবারি ঢেলে তাতে,
সমূলেতে একেবারে দেয় বিনাশিয়ে।

৯

তথাপিও নাহি তাতে ঘৃণার উদয়,
জঘন্য কেরাণীগিরি আছে যত দিন,
হংসপুচ্ছ বলবান্‌,
জিহ্বা দুর্জ্জয় কামান,
স্বেদসহ মসী যুদ্ধে হবে সমাশিন।

১০

সর্ব্ব শক্তিমান্‌ নাথ বল কি কারণে,
চারুতম অলঙ্কারে করিলে ভূষিত,
দুর্ণিবার দুঃখ দাহে,
সতত অন্তর দহে,
অনন্ত তুহিন পাতে করিলে আবৃত।

১১

মরিচীকা ছলনায় তৃষিত না হায়,
চৌষট্টী রৌরব করে করি প্রপীড়িত,
দুর্ব্বল পতঙ্গ জাতি,
রবে কি আমোদে মাতি,
সৃজিয়াছ অনলে কি করিতে পতিত।

১২

ফাটিছে হৃদয় দুঃখ বলিতে আমার।
না পারি কহিতে ভয়ে মনের বেদন,
অতিক্রমি সিন্ধুবারী,
জননী ভারতেশ্বরী !
না যায় লণ্ডনে, মিছে ভারত রোদন

কেন রে সেথায়।

১

কেন রে সেথায় হেন সর সোহাগিণী,
প্রপূরিত পরিমল—
লাজমাথা অবিরল ;
সদা ত্যক্ত ভেক-রবে পঙ্কজ-শায়িনী।
কণ্টক মৃণালে বাঁধা,
বৃথা তৃষা আশা সুধা ;
অযত্নে মলীনা তবু ভুবন-মোহিনী।
শৈবালে আকির্ণা, ভীতা দিবস যামিনী॥

২

কেন রে সেথায়, হায় সেই বিহঙ্গিনী,
নিদয়ের অবরোধে—
পিঞ্জরে বসিয়ে কাঁদে,
পাপিষ্ঠ মার্জ্জার ভয়ে আকুল পরাণী !
সতৃষ্ণ নয়নে চায়,
না মিটেও, মেটে তায় ;
আছে পক্ষ, আছে মন তথাপি বন্দিনী।
কি বুলি বলিবে আর নাহি কিছু শুনি ॥

৩

কেন রে সেথায় হেন স্থির সৌদামিনী।
হেমপ্রভা অচপল,
তমদীপ্তি সমুজ্জ্বল—
চকিতে নেহারে ভয়ে পাছে বা অস্বনি,
করি অগ্নি উদ্গীরণ,
জ্বলাইবে আজীবন ;
ভয়ঙ্কর রবে ঘন করে ঘন ধ্বনি।
নিরাশ অনলে জ্বলি লুকায় অমনি ॥

৪

কেন রে সেথায় হেন বাসন্তী প্রসূণ—
নশ্বর যৌবন কালে,
প্রেমমুগ্ধা অন্তরালে ;
অধীরা কণ্টকাসনে বিহীন যতন।
মৃদু স্নিগ্ধ গন্ধবয়,
অন্তর অন্তরে লয় ;
বৃথা সুধা উৎস, হায় কণ্টকী-কানন।
চাহিলে উপরে শূন্য, শূন্য দরশন॥

৫

কেন রে সেথায় মম দুর্ল্লভ রতন।
বিরলে নির্জ্জনে বসি,
আকরে সৌন্দর্য্য বাসী ;
জ্বলিছে তমিস্রা মাঝে বেড়া প্রহরণ॥
কভু আসি আসি বিষ,
করে দৃষ্টি, ঢালে বিষ ;
কঠোর স্বাশন সহ করিছে রক্ষণ।
বিদরে তাড়নে হৃদি কে বোঝে বেদন॥

৬

কেন রে সেথায়, হেন গগণ সুন্দরী !
জলদ কুঞ্চিন বেণী,
অনন্ত পীযূষ খনি ;
অবগুণ্ঠাবৃতা হায় অম্বরে আবরি ॥
কোমল সরল মতি,
সোহাগের প্রতিকৃতি ;
বিধাতার কারু কার্য্য ভাসে শূন্যোপরি।
রয়েছে ভীষণ রাহু দুরন্ত প্রহরী ॥

৭

কেন রে সেথায় মম প্রেমের প্রতিমা।
বসিয়ে মলীন মুখে,
দহিছে বিষম দুঃখে ;
সুখাল লতীকা যেন হুতাশে নীলিমা।
বাসনা সরসে দুটী,
নলিনী রয়েছে ফুটি,
কেমনে হেরিবে পূর্ণ প্রণয়-চন্দ্রিমা ॥
দূরে থাক সুধাকর,
যে দুরন্ত ভয়ঙ্কর ;
মেঘে আবরিত চির, শারদী পূর্ণীমা।

৮

হেরিলাম কেন, চিত আকর্শিল হায়—
হইলাম প্রেমাধীন,
হৃদয়ে হৃদয়ে লীন;
ধন, মান, যশ লিপ্সা'অরপিনু তায়।
সুখ স্বপ্ন, ভালবাসা,
কত কি বলিব আশা;
পুলকে সতৃষ্ণ আঁখি যেন কিবা চায়।
চঞ্চল হৃদয়ে যন্ত্র, কেন রে সেথায়॥

এখন কোথায়।

১

জীবনের সহচরি হৃদয়বাসিনী—
সরলতা দিয়ে মাখা,
প্রণয় তুলিতে আঁকা,
সুঠামা নয়ন মরি নবীনা নলিনী;
সোণার তবকে গাঁথা,
কুসুমিতা নব লতা,
এলাইত বায়ুভরে মানস-তোষিণী।
কোথায় এখন সেই বিনোদ কামিনী॥

২

প্রাসাদ উপরে—
ধরিলে সরোজ নাথ প্রশান্ত কিরণ,
বসিয়ে মুকুরে লয়ে,
নিজ রূপ নিরখিয়ে;
তরল বিদ্যুৎ হাঁসি, ভাসিত বদন।
গোপনে মোহিয়ে যেন,
হইত রে বিস্ফুরণ ;
এখন কোথায়, সেই মধুর স্বপন ॥

৩

লইয়ে চিরুণি—
রঞ্জিয়ে চাঁচর কেশ গাঁথিতে বিনান,
পরচুলা মুখে লয়ে,
সুবর্ণ অঙ্গুলিচয়ে ;—
নাচাইয়ে ধীরে, কাড়ি লইতে পরাণ।
সু-ক্ষীণ বিনাশ কুটি,
হীরক ফলকে ছুটি ;
কুসুমেষু সম্মোহম কুসুমে সাজান—
চারু পয়োধর হেরি আবার অজ্ঞান ॥

৪

গবাক্ষ নিকটে—
দাঁড়াইয়ে প্রতিদিন হেরিতাম হায়—
মুখশশী সুবিমল,
রচিত চারু কুন্তল ;
নব কিসলয় দাম নিতম্ব নিলয়,
পরিমল সুবাসিত,
নব রস প্রপূরিত ;
তনুকোলে শর সহ অনঙ্গ ঘুমায়।
প্রতি পদবিক্ষেপেতে আস্ফালে হৃদয়।

৫

কখন বসিয়ে—
লইয়ে প্রসূণরাজি করে একত্রিত,
গুরুজন পূজাতরে,
সাজাইতে থরে থরে ;
এক দৃষ্টে রহি চেয়ে হইয়ে মোহিত।
ঈষদ আমার পানে,
চাহিয়ে ঘোমটা টেনে ;
রহিতে ক্ষণেক পুনঃ যেন রে চকিত।
আন ছলে দৃষ্টি মরি প্রণয় পূরিত॥

৬

ঘষিতে চন্দন—
প্রমোদিত লতাকুঞ্জ শারদী প্রদোষে—
বিমুদিত কলিকারে,
ফুটাইয়ে ধীরে ধীরে;
নাচে যথা দোলাইয়া সমীর পরশে।
নাচে কলি নাচে লতা,
নাচে ফুল নাচে পাতা;
বিস্তারি সৌরভ প্রেম বাসনা আবেশে।
হরষিত কভু ছাড়ি দুঃখ দীর্ঘশ্বাসে—

৭

নাচাইতে মরি।
লাজমাখা ক্ষীণ তনু, প্রতি সঞ্চালনে,
কত কথা উঠে মনে—
কল্পনা আশার সনে,
যৌবন মুকুল নব রূপের কিরণে।
হেরি হয়ে বিমোহন,
প্রণয়ের সম্মিলন;
প্রত্যক্ষ দেখি রে যেন মানস নয়নে—
কেন সুখ ভগ্ন পুন আঁখির মিলনে॥

৮

যখনি হেরেছি,
যে কাযে তোমায় প্রাণ ! যে ভাবে যেথানে ।
নন্দনের সপ্নসুখ,
আনন্দে নাচিত বুক ;
বলিব হৃদয়াবেগ, সনত্র বদনে—
অমনি যাইতে আড়ে
আবার আসিতে ফিরে,
নিরবে পীযূষ স্রোত ছুটাতে জীবনে ।
অন্তরালে পরকাশি, এবে কোন স্থানে ॥

৯

কোথায় এখন—
গিয়েছ ত্যজিয়ে মোরে, ওলো আদরিণী ।
তুমি বিনে অভাগার,
কে মোছে নয়নাসার,
দুর্নিবার দুঃখ দাহে সতপ্ত পরাণী
বল আর কত দিনে,
আসিবে পুনঃ এখানে,
না হেরে তোমায় নাহি জীবনে জীবনী—
কোথায় এখন বল জীবন-তোষিণী ॥

কেমনে অঙ্কিত।

১

কেমনে অঙ্কিত
কিশোর কোমল সেই হৃদয় দর্পণে।
গভীর স্মৃতি রেখায়,
অজ্ঞাত, অজ্ঞাতে হায়,
এক ভাবে এক মত
রহিয়াছে অবিরত
সলাজ বাসনা মাখা বিনোদ বদন।
আদরেতে ভাসা দুটি সুটানা নয়ন॥

২

কিসের অঙ্কুর
জানিনে কি হবে তাতে প্রণয় ক্ষেত্রেতে।
কিবা ফল কিবা ফুল,
কি ভাবে কোথায় মূল,
হেরি নব পল্লবিত
আশায় মোহিত চিত
কুসুমিতা সুধা উৎস ছুটাবে যেমনি।
বিষাদ পবন ভরে ভাঙ্গিল অমনি॥

৩

কি আর বলিব,
দহিয়া দহিয়া নব রূপের কিরণে
দুর্বল পতঙ্গ মন
সইচ্ছায় নিমগন
নিরাশ অনলোপরে
সতত জ্বলে অন্তরে
রয়েছে দাহিকা-শক্তি নাহি জানি তায়।
নির্ব্বাপিতে আঁখিনীরে, বিফল চেষ্টায়॥

৪

প্রেম রঙ্গভূমিঃ
প্রথমে আবৃত ছিল লাজ আবরণে।
কি হইবে অভিনয়
সুধা কি গরলময়
সর্গীয় সঙ্গীত কানে
বাজিল মধুর তানে
একবার আশা মনে করি বিমোচন।
সপ্ন সুখে হেরি চারু নন্দন কানন॥

৫

নয়ন ভরিয়ে,
হেরিতে কতই স্রোত উঠিল হৃদয়ে।
এই ভাসে জায় জায়
লাজ পরিণাম ভয়
আবার সে ভয় লাজ
আশা বিজলীর মাঝ
ক্ষণে পুনঃ প্রকাশিয়ে মানসে মিসায়।
যেমনি বাসনা তুলি অমনি উদয়॥

৬

ক্রমে ধিরে ধিরে,
উন্মুক্ত হইল সুখ সরগ দুয়ার।
হাঁসি হাঁসি পরকাশি
সুরবালা সুধারাশি
উছলি উছলি পরে
পারিজাত নব থরে
অনঙ্গ আবেশে ভাসে অনঙ্গ মোহিনী।
রয়েছে বশন্ত, চির-লতা সুশোভিনী॥

৭

স্থবাস লহরী,
ছাড়াইছে চারি ধারে মলয় পবন।
পিক বধূ মন খুলে
অমিয় মাধুরী তুলে
বসি কুঞ্জ নিরজনে
বিমুগ্ধ করিছে গানে
কুসুমের ধনু ধরে আপনি মদন।
ষড়রাগ ঋতু সহ সদা অধিষ্ঠান॥

৮

লোলুপ মধুপ,
নিরমল নব প্রেম, বসন্তের ফুল।
কচি কচি পাতা ধারে
নবীন কলিকাপরে
একবার মুগ্ধান্তরে
আবার যাইছে উড়ে
প্রণয় সঙ্গীত-স্বরে তুষি কভু মন।
নীরব সর্গীয় ভাবে বিভোর কখন॥

৯

দেখিতে দেখিতে,
অকস্মাৎ যবনিকা হইল পতিত।
ছিন্নভিন্ন অন্ধকার
ভগ্ন গীত যন্ত্র তার
লুকাইল সুরবালা
ছিন্ন প্রেম-ফুলমালা
জানে না এ কি হইল ভাবিয়ে না পাই।
হুতাশে আকুল চিত চারিধার চাই॥

১০

সম্মুখে আবার,
সর্গীয় কলঙ্ক যত দৈত্য কুলাঙ্গার।
পিচাস রাক্ষসী দল
করে কত কোলাহল
নব নব সুখাগার
ভাঙ্গি করে চুরমার
উপাড়িয়ে পারিজাতে, নন্দন-কানন।
ভাঙ্গি শোভা করিল রে বিকট দশন॥

১১

সেই প্রেতভূমে,
জীয়ন্তে মৃতের প্রায় রহিয়াছি হায়।
সর্ব্বদায় পিচাস্নিনী
বহুরূপ মায়াবিনী
করিছে চিৎকার কত
দহি দুঃখে নানামত
একি ব্যবহার রীতি না পাই ভাবিয়ে।
শুনিছি হতাশ প্রেমে নিরব হইয়ে॥

১২

একি রে নেহারি,
এখন সে সুখময় প্রমোদ কাননে।
কোথা বীণা বেণুধ্বনি
কোথা সুর-সীমন্তিনী
কোথা পারিজাত সুধা
কোথা সেই আশা ক্ষুধা
কোথা সে সরস হৃদি বিষাদে বিরস।
কোথা পিক-বধূ ডাকে কর্কশ বায়স॥

১৩

শুনিতে শুনিতে—
বধির হইল কর্ণ দুঃখে দগ্ধ চিত।
তথাপি সুখের আশা
তথাপি সে ভালবাসা
তথাপি কল্পনাবলে
ধরি শশী করতলে
গাঁথিয়ে তাবার মালা প্রণয়ের হার।
পরাইতে চাহি সুখে গলায় তাহার॥

১৪

আমি আছি কোথা,
কত দূরে কোথা শশী কলঙ্কে ভাসিছে।
প্রতিবিম্ব হেরি তার
ডুবি নিরে, অন্ধকার,
চাহিলে নাহিক শশী
চারিধারে জলরাশি
আরোও আবর্ত্ত কত উঠিল তাহায়।
পরিণামে কি হইবে কোথা হবে লয়॥

১৫

কি ভয় কুটিলে।
কখনই একবার নাহি ভাবি মনে
দেখাত গিয়েছে তীর
হবেনা ছাড়ি বাহির
নাহি ক্ষতি হয় হোক্
কি করিবে দেখা যাক্
মিথ্যা ঊর্ণা ণাভ সম খল প্রতারণা,
কি সাধ্য আবরি রাখে সত্য অগ্নিকণা।

১৬

দোষ নাই কিছু
আমিও নহিক দোষি ওলো প্রিয়তমে!
বুঝিতে নাহিক পারি
কিরূপে কেমন করি,
যত কেন কষ্ট দুঃখে
ভাবি তোরে ভাসি সুখে,
অস্থি, মজ্জা রক্ত সঙ্গে রয়েছ চিত্রিত।
বিষাদে বিরামস্থল, না জানি অঙ্কিত॥

চেন কি এখন ?

১

মনে আছে কি লো আর,
বসি বসি নিরজনে
কত ভাব মনে মনে
সোহাগে গলিয়ে নব প্রীতি উপহার
করিতাম বিনিময়
উচ্ছ্বাসিত এ হৃদয়
চাহিয়া চাহিয়া প্রাণ নিরবে আবার
মনে আছে কি লো আর।

২

অই আকাশের ন্যায়
অনন্ত অসীম হৃদি
তায় চাঁদ নীরুবধি,
ভাসিতি ভাসাতে সুখে আশা তারাহার
আঁখি মুদি একবার
ভাব প্রাণ সেই হার
পরগলে, দেখিবে লো কেমন বাহার
মনে আছে কি লো আর।

৩

এই প্রেম সরোবরে,
অনুনয় করে বলি
চাও প্রাণ মুখতুলি
আছে যত মলিনতা দূর কর তার
সেই তব নব করে
সেই পূর্ণ সুধাকরে
নাচুক সরসী লয়ে ঘুচুক আঁধার
মনে আছে কি লো আর।

৪

ত্যজি আশা তারাহার
কোথায় গিয়েছে চলে
ছিঁড়িয়ে আকাশ তলে
কি বিবাদে ছাড়ায়েছ সব চারিধার
বুঝি লো মানসে আর
নাহি ভাবো সেই হার
ভেবেছ ফুটেছে ফুল নীহারে নিশার
মনে আছে কি লো আর

৫

দেখ সুখাইয়া যায়
দুদিনে ঝরেছে দল
নিশা সপ্নে সবি ছল
কি ছার তুলনা বল হইবে উহার
দেখ লো আকাশ গায়
সেই রূপে শোভা পায়
যেমনি ছড়ান ছিল যেমন আকার
মনে আছে কি লো আর

৬

কিন্তু এবে প্রতি দিন
নিরাশার মেঘে ঢাকে
শূন্য বঁধু হৃদে রাখে
তেমতি আশয়ে তম বাহিরে তাহার
যেই হয় অন্তরিত
অমনি মোহে মোহিত
কিবা সুখ বল, এত অনুতাপ যার
মনে আছে কি লো আর

৭

নিন্দারবি তীব্র করে
ধাঁধে লো মানস আঁখি
তথাপি যতনে রাখি
তুলিয়ে ছড়ান মালা হৃদয় মাঝার
নিশা শেষে ঘোর দায়
চেয়ে চেয়ে প্রাণ যায়
এক চক্রি সহ হায় মিলন উষার
মনে আছে কি লো আর

৮

পাষাণ হৃদয়ে হাসি
হাসিয়ে, সে রাগ করে,
জ্বলিতেছ দিবাভরে
একচক্র পতি দর্শে ভয়ের সঞ্চার
তাই লো পলাও পুঃন
ভবিতব্যে সম্মিলন
কি করিব সাধ্য নাই তোমার আমার
মনে আছে কি লো আর

৯

পূর্ণ ঋতু বসন্তকাননে,
যে কাঁটায় আছে ঘেরা
মাঝেতে কামিনী চারা
আশামাত্র, আশা যাওয়া পথশ্রম সার
কি করি যন্ত্রণা যায়
বিষম নিদাঘ দায়
কোথা জল মৃগ তৃষ্মা রবি আবিস্কার
মনে আছে কি লো আর ?

১০

যত অন্যান্য কুসুম
বিপিনে বাগানে আছে
যাইলে যাহার কাছে
সমীরণ পরশনে পুঃন আর বার
না ছোটে তেমন ঘ্রাণ
ভুলাতে তুষিতে প্রাণ
ছিল বসন্তের সখা অরাতি সবার
মনে আছে কি লো আর ?

১১

তব অবিদিত নাই
এখন তাহাই বলে
কি কর্কশ স্বর তুলে
যে করিছে সাধ্য নাই কথা শুনিবার
নীচমনা ক্ষুদ্র প্রাণি
ভেককুলে করে গ্লানি
দেশ কাল বিবেচিয়ে নীরবে আবার
থাকাই উচিত হয়
জান রীতি সমদয়,
আশার সুসার নাই হয়েছে আসাঢ়
মনে আছে কি লো আর।

১২

যাক্ ও সকল কথা,
যাহার হৃদয়ে শশী
সমুদিত দিবা নিশি
ব্যাপিয়াছে শূন্য বধু এ জড় সংসার
তোমার পাবার তরে
দেখ আহা আঁখি ঝরে
শূন্যেতে করিছে দুখে করুন চিৎকার
মনে আছে কি লো আর?

১৩

চাঁদ চেন কি এখন ?
সেই যে চলিয়ে গেলে
আর নাহি দেখা দিলে
একমাত্র তুমি এই হৃদি অলঙ্কার
তোমায় না হেরি হৃদে
যায় বিভাবরি খেদে
ভালবাসা বিরহেতে বাড়ে অনিবার
হ্রাস বৃদ্ধি স্বভাব তোমার।

১৪

পূর্ণতায় পূর্ণাবেশে
নব প্রেম পূর্ণিমায়
সে পূর্ণ মাধুরি হায়
নবীন যৌবন রুচি আভাস মায়ার
মাখা সেই সরলতা
এখন দেখিব কোথা
তরল চঞ্চল হৃদে কলঙ্ক প্রচার
মনে আছে কি লো আর ?

১৫

তাই কি লো পূর্ণিমায়
হইলি যে অন্তরিত
শুনিতে অমিয় গীত
অমর সদনে নাহি ফিরিলে আবার ;
যাইলাম পাছে পাছে,
গেলে প্রাণ কার কাছে,
নাহি হেরি অন্তে, সীমা ভীম পারাবার,
মনে আছে কি লো আর ?

১৬

হয়ে রাহু হস্তগত
আছে কি লো বরাননে
সে কৌমুদী হাসি সনে
ভালবাসা প্রপূরিত সুধার আধার ;
চিনস্ কি ? ওলো
শূন্যে শূন্যে শূন্য বঁধু
কতকাল রবে প্রাণ বল একবার
মনে আছে কি লো আর ?

এত দিন পর।

১

এত দিন পর
আসি দেখা দিলে শশী বিমল বিমানে,
কোথা কচি-মুখে হাঁসি
সরল কৌমুদী রাশি,
তরল প্রণয়ময় কোমল অন্তর
কোথা সুধার আকর।

২

রয়েছে সকলি,
সময় অভাবে আমি পাই না দেখিতে,
ঢাকি তনু নীলাম্বরে
অবরোধে থাক ঘরে
বাসনা আছে কি নাই কি দেখে ভুলিলি
গেলে হেথা হতে চলি

৩

দেখায়ে আমায়
অনন্ত আঁধার সেই ঘোরা নিশিথিনী;
হলে হলে অদর্শন
অস্থির করিলে মন
জেনেছি থাকিবে, থেকে আশার আশায়।
সুধু মরি দুজনায়।

৪

যত দিন ছিলে
নিদয় ভানুর ভয়ে সদা ম্রিয়মানা ;
খুলিতে না সুধাকর—
মধুর কুসুম থর •
এক বৃন্তে মরি ছুটি সৌরভে উথলে
কলি হৃদয় বিরলে

৫

আপনা আপনি
ফুটিত তোমার কর নাগিয়ে সেখানে
আবেশে পূরিত মন
করে কর সম্মিলন
ভাবিতে, দেখিতে, ভাবি সেই দিনমনি,
আশা মিটিত অমনি।

৬

সন্মুখে যখন
কেমনে করেতে কলি হবে বিকশিত
বরং রবির করে
সুখাবে দুদিন পরে
তনু কান্তি কিশলয় নবীন চিকণ
বিনে জীবনে জীবন।

৭

অদৃশ্যে তাহার
সুখের সাগরে ভাস হাঁসি হাঁসি মুখে
কখন লুকাও পুনঃ
লাজে, সাধে দরশন
কর করি, উচ্ছ্বাসিত প্রেম পারাবার
কেন, কি দুখে আবার।

৮

বিমান সুন্দরী
শূন্যে শূন্যে আছ বলি বিষণ্ণ অন্তরে
সতত অস্থির মতি
চঞ্চল অস্থির গতি
মনে যেন কত শত চিন্তার লহরী
ভাসে বদন উপরি।

৯

ভাবিতে ভাবিতে
অচঞ্চল স্থির ভাবে পড়েছে নীলিমা
তথাপি রূপের জ্যোতি
কোটি কহিনুর ভাতি।
নিয়তি নিয়মে বাঁধা সবাই জগতে
হয় হাঁসিতে কাঁদিতে।

১০

তব প্রিয় সখি
সহৃদয়া স্বর্ণময়ী নলিনী রূপসী,
ভ্রমরে আকুল করে
রেখেছে হৃদয়ে ধরে
প্রেমে বাঁধা সদা অলি নয়নে নিরখি
কেন কিসে অধোমুখি ?

১১

বুঝিয়াছি প্রাণ
স্ত্রীজন স্বভাব ঈর্ষাবশ হেতু মনে ;
ভেবেছ বিফল আশা
বৃথা আর ভালবাসা
হিতে হবে বিপরীত এই অনুমান
নহে উচিত বিধান।

১২

যদিও তোমায়—
অলির মিলন কালে হেরিলে তাহার
হয় বটে শুষ্ক হাঁসি,
কি ভাবে, যেন উদাসী,
স্ফারিত নলিনী আঁখি, ইষদ চিন্তায়
ম্লান হৃদয়ে জানায়।

১৩

বিরাগে কি হবে,
অনন্ত যৌবন তব পূর্ণ চিরসুধা
ঝরেছে নলিনী দল
হীনকান্তি পরিমল,
অলির তো আছে পাখা ইচ্ছায় উড়িবে,
পুনঃ গোপনে ফিরিবে।

১৪

অচল নলিনী
মৃণালে রয়েছে বাঁধা, বৃথা সে ভাবনা
দিবসেই রবি রবি
নিশাতে প্রণয়চ্ছবি
হেরিতে কে দৃষ্টিপথ রোধিবে না জানি
থাক্ দেখিবো তখনি।

১৫

শুন নাই কানে
অনন্ত সৌরভী মনমোহিনী লতায়
আনি এত যত্ন করে
বাগানে রোপিয়ে পরে
অনাদরে নাহি রক্ষি গোপাল তাড়নে
শুষ্ক হয়েছে জীবনে!

১৬

নাহি দিল জল,
এ কথার প্রত্যক্ষতা তুমিও দেখেছ,
নাহি গেল একবার
ফুরাইল অন্ধকার
নীরব রসনা বদ্ধ বহিয়ে কপোল
নীর পড়িছে কেবল।

১৭

হেরি সে মিহিরে
এখন তোমার চারু রূপের কিরণ,
নাহি হয় প্রতিভাত
যেন কিসে সচকিত
বুঝিয়াছি আমি, সবি জেনেছ অন্তরে
দগ্ধ হলে পড়ে করে।

১৮

সেইরূপ ছলি
নাহি করি প্রতিদান ইন্দুনিভাননে
পূর্ণ হবে মন আশে
কিম্বা লো চির নিরাশে
যাইবে জীবন, তব ইচ্ছায় সকলি
যদি ভুলিলি ভুলালি
নতুবা কিছুই নয় সব অন্ধকার
সেই ঘোর অমানিশা অকুল পাথার।

কোন দ্বীপান্তরিতের বিলাপ।

এই দ্বীপান্তরিত ব্যক্তি কোন গ্রামে এক মধ্যশ্রেণী অবস্থাপন্ন ব্যক্তির কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার আলয়েই অবস্থান করে। কিয়দ্দিবস গত হইলে তাহার স্ত্রী ব্যভি-চারিণী হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় ও অনেকের নিকট শুনিতে পায়। এক দিন ঐ যুবকের শ্যালক বধূ আসিয়া জানায়"যে অদ্য তুমি সাবধান থাকিও তোমার জীবন বিনাশ করিবে," তৎপর যুবক শয়ন করিতে গিয়া শয্যাতলে ছুরিকা ও স্ত্রীর কটীতে রজ্জু দেখিতে পাইয়া তাহাকে বিনাশ করে। তথা হইতে পলায়ন করিয়া অন্য এক গ্রামে এক ভদ্র লোকের নিকট প্রকাশ করায় তিনি ভাবী প্রলোভনে পুলিশের হস্তে যুবককে অর্পণ করেন—

কোন দ্বীপান্তরিতের বিলাপ।

১

শুন ওহে মহাকায় গম্ভীর সাগর,
কি অনলে অভাগার জ্বলিছে হৃদয়,
স্বহৃদয় মম দুঃখে হইবে কাতর।
তাতেই সাহস হৃদে হতেছে উদয়
তুমি বিনে কে শুনিবে কে কাঁদিবে আর ;
নাই সে সুখের দীপ গিয়েছে নিবিয়ে
সাধের কুসুমে কীট একি চমৎকার,
দহিছে সতত মন স্মৃতি ঘ্রাণ লয়ে—

২

অয়ি স্মৃতি ! কাজ নাই বিদূষিত ঘ্রাণে।
নাশারন্ধ্রে প্রবেশিবে দুষ্ট কীটচয় ;
মনে নাই সেই দিন ভুলিলে কেমনে
ঘটেছিল একেবারে জীবন সংশয়।
প্রণয়ে প্রণয় ছাই প্রণয় প্রণয়
দিবা নিশি কেন চিন্তি কেন ভাবি আর ?
ভাবিয়ে অমৃত হায় হলো বিষময়—
সকলি অলিক মাথা সংসার সংসার।

৩

উথলিল বিরাগের প্রবল জোয়ার
ভালবাসা তৃণ সম ভাসিল প্রবাহে,
ভাসিতেছে চেষ্টা করিলাম কতবার
স্থির ভাবে ধরে রাখি, স্থির নাহি রহে
প্রবাহে ঢালিয়া অঙ্গ যায় ভালবাসা,
বাসনা আয়ত্তাধীন বহু দূর নয়
বিগত সুখের স্বপ্ন ভবিষ্যত আশা
মানসে অঙ্কিত সবি হয় নাই লয়।

৪

অনন্ত গগণে যেন অনন্ত অক্ষরে
চিত্রিয়াছে উজ্বলিয়া কহ কি বিধাতা—
মোহকর প্রতিকৃতি অন্তরে বাহিরে
দহে অগ্নি সম তারা, হয়ে পরিণেতা
হলেম হলেম তায় নাহি ছিল ক্ষতি,
পরগৃহে কেন করিলাম অবস্থান,
রাখিবে মারিবে তার ইচ্ছাই নিয়তি,
ইচ্ছাই আদর সুখ মান অপমান

৫

তারে আমি বৃথা দুষি, দুষি এ কপাল
নতুবা কেনই হায় হইবে এমন;
ছিড়িলাম কেন সেই সোণার মৃণাল
ভেবে অলিগতা, হায় সুথাতে জীবন
কেনই সন্দেহ ঘৃণা হইল উদয়,
স্নেহ, দয়া, সুখ আশা হলো অন্তরিত
যখনি প্রবল যেই মনোবৃত্তিচয়
করিলাম তাই কিছু না হয়ে কুণ্ঠিত।

৬

হয়েছিল হয়েছিল পর প্রেমগত,
এতই কি ছিল ক্ষতি আমার তাহায়,
আছিল আমারি পুনঃ আমারি হইত
শুখালে নদী কি নাহি বাড়ে বরষায়?
রাহুগ্রস্ত সুধাকর যতক্ষণ রবে
ততক্ষণ থাকিতাম না হয় নিরাশে,
শশী-প্রেমরূপ দৃশ্য হেরি অন্যভাবে
বিমল প্রণয় জ্যোতি কেবা ভালবাসে।

৭

ক্ষণকাল না হউক সেদিনি থাকিল,
কালে কালে ক্রমশই ক্ষয় ভিন্ন নহে,
আমি ভাল বাসিলাম সে নাহি বাসিল
অন্য বাসনার স্রোত সদা মনে বহে,
আবার প্রণয়-শশী মাধুরী মাখান
ক্ষয় পেয়ে এসে অমা শুক্লেতে বাড়িবে,
তার আশা না হইলে আমার সমান
জানিনা কিসেতে আর সে স্রোত ফিরিবে।

৮

সেই যে ক্ষণেক মোহে মোহিনী মায়ায়
সে ত নহে ভালবাসা করুক আদর,
থাকিতে মানসে দেয় হৃদয়ে হৃদয়
দেখাক্ বলুক যত ছলনা আকর,
কি সাধ্য বুঝিবো মন আঁধার সেখনি
পথের ঠিকানা নাই, যাব পাব কিসে,
গেলেম পেলেম বটে কি হবে সেমনি
উজ্জ্বল হীরক মাত্র প্রাণ যাবে বিষে।

৯

কি হইবে সেই প্রেমে কায কি কামিনী
তবু কেন মনে হায় মানেনা সে কথা ;
নিথর বদনশশী সুকুঞ্চিত বেণী
ইষদ হাঁসিতে মরি সৌদামিনী গাঁথা
অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের উচিত তুফান ;
কত আশা হত মনে প্রতি পদক্ষেপে
কোমল ললিতকায় কুসুমে সাজান
তোলে অন্যে, এ পরাণ কাঁদেরে আক্ষেপে।

১০

কুসুমের যত্ন হায় সকলে কি জানে
কোমনীয় দল ছিন্ন হইয়াছে করে ;
যদিও সুবাল বক স্নেহ-মধু বিনে
তুষিবে না এ হৃদয় বাঁন্ধিবে অন্তরে
পরিণয়-বাগানেতে হয়ে বিকশিত
স্বর্গীয় অমিয়ে মাখা দেবতা দুর্ল্লভ
আছিল যে ফুল হায় হইল পতিত
ঘৃণিত নরকে পর হৃদয়বল্লভ

১১

একি লজ্জা একি ঘৃণা বলিব কেমনে
আমারি হইয়া অন্যে বলে প্রাণাধার ;
প্রত্যয় না হয়, তবে শুনিলাম কাণে
আমারি ডেকেছে বুঝি আমি ত তাহার
বলুক করুক নিন্দা যত ইচ্ছা আর
পরদেষ্টা নিন্দুক সকলে,
সৌরভ পূরিত প্রেম কুসুমের হার
তুলিয়া পরিব পুন সাদরে এ গলে।

১২

কৈ সেই প্রেমহার কে ছিঁড়িল হায়
কৈ গন্ধ কৈ মধু নাই ত এখন ;
ভুলিয়াছে একেবারে বুঝেছি আমায়
যারে ভালবাসে সেই করিছে গ্রহণ,
করিলাম নিবারণ দেখ ঐ পথে
যেওনা কণ্টকে ক্ষত হবে কলেবর ;
নাহি শুনি কথা, কোথা যায় কার সাথে
বেড়ায় কি মনে বেঁধে পাষাণে অন্তর।

১৩

সাংসারিক কায কর্ম্ম নাহি কিছু আর,
কেবল কার্পেট সূঁচ লইয়া থাকিত,
পড়িত কতই কাব্য অন্যের তাহার
কত বা নোবেল কভু কত কি লিখিত,
কখন কখন আমি নিকটে বসিয়ে
পুস্তক লেখনি সূঁচ যা লইত করে
বুঝিতে চাহিত যাহা দিতাম দেখিয়ে
সর্গীয় স্বপনে ভাসি আশার সাগরে।

১৪

চরিত্র আদর্শ চিত্র পুন উপদেশ
স্নেহশিক্ত ভালবাসা পূত মন্দাকিনী
তরল সরল গতি সতত মানসে ;
চিরাঙ্কিত প্রেমহারে শোভে " এক মণি "
অয়স্কান্ত কোহিনূর কোথা পদ্মরাগ
কি ছার তাহার কাছে তুলনা কি হয়,
ভোগ করে সুখ দুখ সদা সমভাগ
প্রণয়ির, আছে কত রমণী-নিচয়,

১৫

যাহাদের চরিত্রের হয়ে অনুগামী
অতুলা ভারত-নারী আজও জগতে,
তারাও জন্মেছে হেথা, মলে পরস্বামী
রাখিয়া অচল কীর্ত্তি হাঁসিতে হাঁসিতে
এক চিতানলে ভস্ম হয়েছে পুড়িয়ে ;
জাননা কি, কত পুস্তকের কত স্থানে
পড়েছ শুনেছ, তবু দেখিয়ে শুনিয়ে
ছি ছি এত কুপ্রবৃত্তি ঘৃণা নাই মনে।

১৬

এত বলিলাম হায় হইল বিফল,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য আমি যখন যে ভাবে
আনন্দে বিষাদে কিম্বা ঔদাস্যে চঞ্চল
সেও যেন ম্রিয়মানা কতই অভাবে,
কিসে বিষণ্ণতা দুর হইবে আমার,
সুখের সময়ে সুখ কি করি বা ভেবে
কতই অনন্ত যেন স্নেহ পারাবার
হাঁসিলে অমনি হাঁসি, কাঁদিলে কাঁদিব।

১৭

কি সুখের হত হায় অই কান্না হাঁসি
হৃদয়ে উদ্রেক হয়ে হইত প্রকাশ
বাহিরে সৌরভী ফুল অন্তরেতে বাসি
কাঁদুক উষার নীর নিশায় বিনাশ
দেখাক্ না সুধাকর অমিয় মাধুরী
হৃদয়ের কাল দাগ কিছুতে না যাবে
ধন্য বহুরূপী নারী তোমার চাতুরী
নিজে না বুঝিলে কেবা বুঝিবে বুঝাবে

১৮

বাটির পেছন ধারে আমের বাগানে
কি যেন অস্পষ্ট স্বরে কহিছে দুজন
একবার ভাবি যাই যাইবো কেমনে
অবসন্ন ভাবনায় চলে না চরণ
টানিয়া উঠাতে পদ নাই উঠে আর
কাজ নাই শুনে ওরা কি কথা বলিছে
প্রবল বাসনা মনে হইল আবার
ধিরে ধিরে গিয়ে দেখি একেলা রয়েছে

১৯

নিকটে একটী লোক নাহিক তাহার
তবে কার সহ কথা হলো এতক্ষণ
আর কার কথা কানে গিয়েছে আমার
দেখিনে ত কিছু কোন পাইনে কারণ
এই দেখি প্রিয়তমে গৃহ অভিমুখে
আসিতেছে আমি কেন এখনও এথায়
গেলেম তথাপি হায় হৃদি দহে দুখে
না পাই ভাবিয়ে, এর করি কি উপায়,

২০

এক দিন ঘুমে আছি প্রভাতা যামিনী
হঠাৎ ভাঙ্গিল নিদ্রা চেয়ে দেখি পাশে
আছে মাত্র উপাধান নাই প্রণয়িনী
কি বলিবো নাহি হৃদি মন কে বিশ্বাষে
তারে ভাল বাসিবারে মনে সদা চায়
না থাকুক যত দোষ ভুলে একেবারে
নাহি করে আশা হৃদি জ্বলে সে চিন্তায়
তখনি সেরূপ মন অন্য ভাবে ফিরে

২১

ঘুরিছে মস্তক স্থধু কত আলোচনা
থেকে থেকে করে মন হইয়ে চঞ্চল
প্রবোধিলে মনে হৃদি নাঁহি মানে মানা
আস্ফালি ধমনি সহ জ্বলিছে কেবল
শোক তাপ ক্রোধ ঘৃণা সন্তপ্ত সন্দেহ
একবারে সব গুলি উপজিল মনে
দেখাল কতই চিত্র শোকের আবহ
কতই বা ভাবি স্থখ প্রণয় মিলনে

২২

ক্রমে গাঢ় ভাবনায় হইয়ে শিথিল
কোনই মীমাংসা মন না করিতে পেরে
নিস্তেজ উদ্ভিন্ন ভাবে নয়ন সলিল
ত্যেয়াগিল বর্ত্তমান ভূত কালস্মরে
স্থদীর্ঘ নিশ্বাস ঘন হইল পতন
হৃদয় আগুনে ধুম বায়ুর আকারে
আখি নীর নিবাইতে করিছে যতন
কভু শুষ্ক কণ্ঠ তালু স্বাস রোধ করে

২৩

এই রূপে ক্ষণকাল থাকিয়ে সেথায়
চিন্তায় বিষণ্ণ মনে ত্যজিয়ে শয়ন
গেলেম বাহিরে মনে করিয়া নিশ্চয়
যা থাকে কপালে এথা রবনা কখন
দেখিতেছি ক্রমশই স্বাধীন ইচ্ছায়
স্বাভিমত সাদরেতে সতত বাড়িছে
কিছুমাত্র নাই মনে ঘৃণা লজ্জা ভয়
উপায় কি! হায় আর বলিকার কাছে

২৪

মাতার নিকটে তার দেখেছি বলিয়া
উপরন্ত আমাকেই করেন ভৎ´সনা
অকলঙ্ক কুলে মম না জেনে শুনিয়ে
বৃথায় কলঙ্ক তুমি করিছ কল্পনা
ইহা ভিন্ন কত কটুক্তির এক শেষ
করিলেন কি করিবো ভাবিয়ে কপাল
হলেম হতাশ হায় কারো দয়া লেশ
নাহিক সারাই ভাবে আমিই জঞ্জাল

২৫

পিতাও তাহার কিছু না শুনেন কানে
আবার কি বলে ফল সুধু তিরস্কার
একবারি যথোচিত হলো অকারণে
আছিল যে স্নেহ শ্রদ্ধা নাহি আর তাঁর
দেখিলে সাদরে আগে মিষ্ট সম্ভাষণে
কত কথা করিতেন আমাকে জিজ্ঞাসা
এখন কখন নাহি চান মম পানে
আছি বলে অনিচ্ছায় আছে ভালবাসা

২৬

কি বলিবো কি করিবো জাই কার কাছে
আপন বলিয়ে হায় কে আছে জগতে
স্নেহ নেত্রে নিরখিবে সব আশা মিছে
কি ছিল কি দেখি হায় কি হবে দেখিতে
সতত যে আমাকেই জানাত আমার
সেই বিনাশিবে, ইহা কখন সম্ভবে
কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে বা ইহার
সাধিতে আপন সার্থ, শত্রুতা থাকিবে

২৭

নতুবা এমন কথা কেন এই বলে
আমাচেয়ে ওদেরিই আত্মীয় অধিক
এও ও রমণী এরও মনপূর্ণ ছলে
কি বিশ্বাষ এ কথায় নিতান্ত অলিক
তাই যদি তবে ইহা বলিয়ে কি ফল
ভাঙ্গিবে আমার মন, আগেই ভেঙ্গেছে
যন্ত্রণার বৃর্দ্ধি তাও ক্রমেই প্রবল
নিস্তেজ শিথিল হৃদি সতত কাঁদিছে

২৮

অনাহত এক জন কেন এ জগতে
অসহায়ে মৃত্যুমুখে হইবে পতিত
কোন রূপে যদি রক্ষা পায় আমাহতে
অবশ্য বিহীত তার করাই উচিত
ইহাই ভাবিয়ে আগে জানাল আমায়
নহে প্রেমপূর্ণ উহা কালকুট্ বিষে
অয়স্কান্ত নাই আর আকর্ষে লোহায়
ভ্রম মোহে গলে যেন পরনা হরষে

২৯

স্থনিয়ে স্থনিয়ে ক্রমে অবশ হৃদয়
হইতে লাগিল আর কাজ কি তাহায়
এত করি আমি তবু আমাকে না চায়
নাহি চাক্, মানসেও হয়না উদয়
বিগত প্রমোদ লীলা বিগত জীবন
পরিণামে এই হবে কে জানিত হায়
স্থবিমল শান্তি নাহি পেলেম কখন
কিছুতেই মন তার পরিতৃপ্ত নয়

৩০

এখন কি এই হায় নাশিবে জীবন
হয়েছি কণ্টক আমি তার স্থখ পথে
নাহি স্থখ বৃথা তবে করিবো যতন
সাধ্য নাই রাখি সাধ্যে লয়ে এথা হতে
পর মুখাপেক্ষি যেই মৃত্যুই তাহার
শান্তির কোমল অঙ্ক বিরাম লভিতে
নাহি হয় কোন কালে আশার স্থসার
জীবন বিষাদ সীমা চরম দেখিতে

৩

বড়ই নির্ব্বোধ আমি পরের কথায়
করেছি বিশ্বাষ হায় কেন অকারণে
নাশিবে। না জেনে সত্য প্রেম প্রতিমায়
স্নেহ সিংহাসন হতে দিব বিসর্জ্জনে
কখন হবেনা ইহা এতকাল যারে
প্রণয় বিকচ নব কুসুমের দামে
বিলাস আবেশে সাজায়েছি এই করে
কত স্বপ্নে ভাবি আশে প্রতি নিশা-যামে

৩২

এখন কি এথা হতে যাইবো চলিয়ে
জাইবোনা জাবো কোথা জাই তারি কাছে
দেখি গিয়ে কি হইবে কি কাজ ভাবিয়ে
সন্দেহ, সন্দেহ কেন আমারি সে আছে
কতক্ষণ পরে উঠে গেলাম সেথায়
নাই শব্দ প্রিয়তমে নিদ্রাপরষণে
অলসিত বর বপু কুঞ্চিত সয্যায়
বিন্যস্ত কুণ্ডল বেণী পরেছে বদনে

৩৩

কে যেন গোলাপরাজী করে আহোরণ
সাজায়েছে অই মরি বসন্তরুপিণী
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের বাস সম্মোহন
অচঞ্চল নিলাম্বরে কণক দামিনী
সুটানা নয়ন দুটী নিদ্রায় মিলিত
অপরাজিতার কলি, রঙ্গন অধর
পয়োধর সুধাকর বাহুতে বেষ্টিত
সকলি অচল ভাবে লাবণ্যের থর

৩৪

নন্দন কানন নব কুসুমের সার
পূরিত অমিয়, কোথা মলয় অচলে
লাগে কি চন্দন গন্ধ তুলনায় তার
অই যে বিশ্রান্ত দুটী শোভে ঊরুতলে
নিদ্রাঘোরে কেউ পাছে লইবে কাড়িয়ে
এই ভয়ে করে বেড়া, অবলার প্রাণ
অত্যল্প নিতম্ব-তলে রেখেছে পাতিয়ে
কণক কুসুমাসন বিলাসের স্থান

৩৫

উরুর উপরে উরু গুরু ভার বহে
ক্লান্ত হয়ে সেও যেন শিথিল হয়েছে
ছাড়ি দিয়ে ফুল ধনু স্মর ঘুমে রহে
সেই আঁখি সেই পদ সে কটি রয়েছে
ওঠ গোটা দুই কথা শুন আদরিণী
যুড়াও এ অভাগার সন্তপ্ত হৃদয়
বলিবো কাহারে আর হৃদয় বাসিনী
এতকরি তথাপিও কেন নিরদয়

৩৬

পাস ফিরে গিয়ে পুন করিলে শয়ন
একি ! কটিতটে রজ্জু রয়েছে জড়ান
এ স্থানে কি এযে, ছুড়ি রাখিতে শরণ
বলেছিল যাহা এবে দেখি বিদ্যমান !
ওরে পাপিয়সী এত করিয়াও তোর
হইল না তৃপ্তি এবে বধিবি জীবনে
আর নাহি দেখিতাম কালনিশি ভোর
এখনি যাইত প্রাণ থাকিলে শয়নে

৩৭

বিরাগে বিরাগে ক্রমে রাগের প্রবল
হইয়া নাশিয়ে তারে এসেছি এথায়
সূক্ষ্ম রাজ বিচারের গুণেতে সকল
বলিয়াছিলাম কেন কথায় কথায়
প্রাণ দণ্ড আজ্ঞা কেন হলনা আমায়
তাহা হলে আজীবন যাইত না দুখে
পিঞ্জরে নিবদ্ধ পাখি লৌহশলাকায়
জর্জ্জরিত প্রায় প্রাণ ফল নাই রেখে

আর কেন।

১

আর কেন—
প্রিয়তমে! কল্পনে আমার
ভাবের প্রবাহে নাহি সুরঞ্জিত বেশে
প্রেমময়ি চিত্র অনিবার।
কখন দহিছ দুঃখে কভু নবরসে
আন্দোলিয়ে হৃদয় আগার।
অকস্মাৎ ভুকম্পনে লতিকাসুন্দরী
আগ্নেয় উত্তাপে শুষ্ক ক্রমে দগ্ধ পুড়ি

২

সেই সহ—
সুখ আশা গিয়েছে মিটিয়ে
থেকে থেকে উঠি কেঁপে করে আনচান
না পারি রাখিতে প্রবোধিয়ে
কি করি বুঝাই সেই চঞ্চল পরাণ
অনল দাহিকা বারাইয়ে
পুন পুন কেন কর প্রবল বাতাস
জেনেছি নিশ্চয় প্রিয়ে এবার নিরাশ

৩

—হইলাম!
দেখ চেয়ে হৃদয় মুকুরে
রয়েছে কে, কার তরে এ দশা এখন।
হা! অদৃষ্ট জঘন্য কুকুরে
দেবতা দুর্ল্লভ সুধা করিছে গ্রহণ।
নব ভাবে নব অলঙ্কারে।
সুদীপ্ত কলঙ্কী চাঁদ নীর নিরমলে
প্রতারণা মাত্র শুধু পঙ্কিল সলিলে।

৪

তাহাতেও!
ভাঙ্গিতেছে সদা উর্ম্মিচয়
চঞ্চল অতিষ্ঠ হায়! ব্যথিত তাড়নে
নাহি স্থির, কি ভাবে কি হয়
নাচায় খেলনা-সম নিদয় পবনে
হেন তবু, কেন মগ্ন রয়।
বিদ্যুৎ প্রতিমাবৎ পথিক নয়নে
সেই সুধাপূর্ণ শশী বিমল গগনে

৫

রহিয়াছে
মনসাধে ক্ষণেক নেহারি
মোহিনী প্রণয় হাঁসি হেরি আর বার
দেখায় কি করে হৃদি দেখাই বিদারি
দেখি চেয়ে, ভীম মেঘে ঢাকা অন্ধকার
আগে তার প্রতিভাসুন্দরী
আলোকিত করিয়াছে নিভান রেখায়
জানাইতে সেই মনে সেই প্রতিমায়।

৬

এক দৃষ্টে
কিছু পরে সে রেখাও গেল
আছে কি না আছে শশী নাহি জানা যায়
শুক্ল কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী এল
অকালেতে বিপরীত ঘটে অবস্থায়
ভুষিবো কাহায় কিসে হ'ল
আছে বটে আশা-তারা অসংখ্য সাজান
কত দূরে শূন্যে শূন্যে নাহি পরিমাণ।

৭

চিন্তা করে
দেখি চেয়ে কেহ নিবু প্রায়
সুতীব্র আভায় কেহ জ্বলিছে বিমানে
কেহ এক সহিত উদয়
হবে না বিনাশ এর বুঝি এ জীবনে
অই মেঘে নাহি লোপপায়
কলঙ্কী চাঁদের ভাব নাহি ভাবে মনে
বিচ্যুত হইলে পুন মেসে অন্যস্থানে।

৮

একি জ্বালা
রবিতাপে সলিল শুখায়
তথাপি প্রবাহ বয় পয়নিধি পানে
যাইয়াও নাহি কেন যায়
স্থানে স্থানে মৃদুগতি নিস্তেজ জীবনে
স্তুপাকার শুষ্ক মৃত্তিকায়
বরষা ভরসা মিছে জানিয়ে না জানি
সেই সুধাময় ভাবি প্রেম সুরধনী

৯

বদ্ধ প্রায়—
নাহি সেই মন্থর জোয়ার
ক্ষীণ কলেবরা নাহি স্রোত সুগভীর
ভাসায় কি নয়ন আসার
উথলিয়ে করি পূর্ণ এই দুই তীর
দুরশা ছলনে বার বার
দীর্ঘ কাল শুষ্ক ক্ষেত্র অন্তরে শুখায়
আঁখি নীরে ছাই বৃষ্টি কি করিবে তায়।

১০

পারিজাত—
কালক্রমে হইল শিমূল
নাহি সেই কোমলতা নাহি পরিমল
হেরি বৃথা হৃদয় ব্যাকুল
যাক্ দুরে, এত দিনে ফলিবে স্মফল
যায় দেখা নবীন মুকুল
পরেতে দুর্ম্মতি কাক চঞ্চুর আঘাতে
বাহির করেছে তুলা দেখিতে দেখিতে।

১১

ঘন কোলে
সৌদামিনী বজ্র সহবাসে
বজ্রের সমান তার হয়েছে অন্তর
লুকাইছে দুখ দেখি হাঁসে
এত দিন দেখিতেছ, জানি ব্যবহার
কি আশায় আছ কি সাহসে
প্রণয় নন্দন এবে সমাধি ভবন
ভূতের দৌরাত্ম্য মিছে সহিতেছ কেন

১২

কালি সহ
লয়ে করে সামান্য লেখনি
উত্তেজনা কর দুখ নিষ্ঠুর পাষাণে
আঁকাইতে দেখ অনুমানি
কি দশা হইবে মুদ্রা যন্ত্রের পিড়নে
পরকরে কিছু নাহি জানি
ভালোও হইতে পার কালি যদি পড়ে
না জাবে কলঙ্ক শেষ জ্বলিবা অন্তরে

১৩

প্রায় দিনে—
প্রত্যক্ষই দেখিতেছি কত
কত জনে কত মত করে আলোচনা
জেনে শুনে নও প্রবোধিত
অনুশোচনাই সার হইবে কল্পনা
নিবৃত্তিই উপযুক্ত পথ
এ জনমে ত্যজি আশা করিলা গমন
লভিতে বিরাম শান্তি সুখের সদন।

১৪

১৪

জানি আমি
'যেই জন বারেক নয়নে
দেখেছ বিলাসপুরে সর সোহাগিনী
নিরজনে ভ্রমর মিলনে
হাসি হাসি মন খুলে কাননে কামিনী
বিকসিত গোলাপের সনে
রঙ্গন অপরাজিতা মরি এক ধারে
নীলিমা মাধুরি আঁখি নীরব অধরে

১৫

দেখিয়াছে
নাহি পারে ফিরাতে সেজন
আঁখি তার কিন্তু তাহে কিছু নাহি ফল
সে কামিনী সরসী ভূষণ
নাহি আর, লো কল্পনে স্বপনের ছল
মিছে মোহে হ'ও সম্মোহন
দৈবাৎ আবার সেই অয়স্কান্ত মনি
লৌহ আকর্ষণে পুন আসিবে আপনি

১৬

এই আশা
বৃথা তব দেখলো ভাবিয়ে,
যে ভীষণ খনি মাঝে আছে অবরোধে
আকর্ষিবে কেমন করিয়ে
অন্ধকারে, নাহি হেরে বিঘোরে বিরোধে
পড়িবে এ জনম ভরিয়ে
জন্ম চারু অয়স্কান্ত হীরক আকরে
উপরে সৌন্দর্য্য, "স্বপ্ন" গরল অন্তরে

সমাপ্ত।